NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ র‍্যাগিং এর সেকাল-একাল

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুন ৫

কলকাতা ১৮ অগস্ট ২০২৩ ৩২ শ্রাবণ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৬৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 18.8.2023, Vol.17, Issue No.68, 8 Pages, Price 3.00

প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী সমিতিতে রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট: সুপ্রিম কোর্ট সাজায় স্থগিতাদেশ দেওয়ায় সাংসদ পদ ফিরে পেয়েছিলেন দিন দশেক আগেই। এ বার প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যপদও ফিরে পেলেন কেরলের ওয়েনাদের কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। লোকসভা সচিবালয়ের বুলেটিনে এ কথা জানানো হয়েছে। সাড়ে চার মাস আগে মোদি পদবি মামলায় সুরাত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায়ে দু'বছর জেলের সাজার জেরে সাংসদ পদ খোয়ানোর সময় রাহুল সংসদীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিরই সদস্য ছিলেন। রাহুলের পাশাপাশি পঞ্জাবের জলন্ধরের নবনির্বাচিত আপ সাংসদ সুশীল কুমার রিঙ্কুকেও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যপদ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে লোকসভা সচিবালয়ের বুলেটিনে। রিঙ্কু পেয়েছেন কৃষি, পশুপালন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্যপদ। গত ৪ অগস্ট সুপ্রিম কোর্টের তরফে রাহুলের শাস্তি স্থগিত করা হয়েছিল। তার ৪৮ ঘণ্টা পর, ৭ অগস্ট রাহুলকে তাঁর সাংসদ পদ ফিরিয়ে দেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

নাকতলার বাড়িই দুর্নীতির ঘাঁটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা ছিল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাকতলার বাড়িটির। বৃহস্পতিবার আদালতে এমন দাবি করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই জানিয়েছে, ওই বাড়ির এক তলায় অফিস চালাতেন পার্থ। আদালতে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানিয়েছেন, প্রসন্ন রায়ের মতো 'মিডলম্যান'দের সঙ্গে নাকতলার বাড়ির অফিসেই বৈঠক করতেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, মিডলম্যানেরা যে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তুলতেন, তাঁদের নাম স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্যের কাছে পাঠাতেন পার্থ। সুবীরেশকে সেই কারণেই নিয়ম ভেঙে নিয়োগ করা হয়েছিল বলেও আদালতে দাবি করেছে সিবিআই।

যাদবপুরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবিভিপি এবং আরএসএফ (রেভিলিউশন স্টুডেন্টস ফ্রন্ট)-এর সংঘর্ষে বৃহস্পতিবার বিকেলে উত্তেজনা ছড়াল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। সংঘর্ষে দু'পক্ষের বেশ কয়েক জন জখম হয়েছেন বলে দাবি। ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে বিজেপি যুব মোর্চার অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে আরএসএফের বিরুদ্ধে। শুভেন্দুকে কালো পতাকা দেখানো ঘিরেই দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুভেন্দু যাওয়ার পরই সংঘর্ষ বেধে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। আরএসএফের অভিযোগ, বিনা প্ররোচনায় হামলা চালানো হয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

যাদবপুরের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ প্রশ্নের জবাব তলব করল ইউজিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রসঙ্গে যে রিপোর্ট যাদবপুর কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছিলেন, তাতে এ বার অসন্তোষ প্রকাশ করল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। গত রবিবারই এ প্রসঙ্গে একটি রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। যাদবপুর কর্তৃপক্ষ সোমবার সেই রিপোর্ট পাঠানোর পর দাবি করেছিলেন, তাঁদের পাঠানো তথ্যে সন্তুষ্ট ইউজিসি। জানানো হয়, বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসির প্রতিনিধি দল আসার কথা থাকলেও তা বাতিল করা হয় সেই সন্তুষ্টির কারণেই। তবে বৃহস্পতিবার ফের যাদবপুর কর্তৃপক্ষের কাছে ১২টি প্রশ্নের জবাব-সহ বিভিন্ন তথ্য চেয়ে পাঠিয়ে ইউজিসি জানিয়ে দিয়েছে, আগের পাঠানো রিপোর্টে তারা মোটেও সন্তুষ্ট নয়। এই প্রশ্নগুলির জবাব, তথ্য-সহ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হবে। নইলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে কমিশন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুকে লেখা এক চিঠিতে ইউজিসি জানিয়েছে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ে লাগাম পরাতে ২০০৯ সালে কমিশন কিছু নীতি চালু করেছে। সেই নীতির শর্তগুলি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেনেছেন কি না, সে সবই জানতে চাওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার প্রায় ২৩ ঘণ্টা পর ঘেরাওমুক্ত হয়েই লালবাজার থেকে ফোন পেয়ে হাজিরা দিতে যেতে দেখা যায় ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায়কে।

যাদবপুর কর্তৃপক্ষের ইউজিসির প্রশ্ন

১. ভর্তির সময়ে ছাত্রদের যে 'ব্রোশিওর' দেওয়া হয়েছিল, তাতে কি র‍্যাগিং-বিরোধী হেল্পলাইন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং-বিরোধী সংগঠনের নম্বর রয়েছে? সেই ব্রোশিওর পাঠাতে হবে।

২. র‍্যাগিং-বিরোধী হেল্পলাইন, প্রতিষ্ঠানের প্রধান, ওয়ার্ডেন, র‍্যাগিং-বিরোধী কমিটি, পুলিশের নম্বর লেখা লিফলেট বিলি করা হয়েছিল নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের? সেই লিফলেট পাঠাতে হবে।

৩. র‍্যাগিং প্রতিরোধের জন্য যে পদক্ষেপ এবং শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, তা পড়ার পর একটি হলফনামায় সই করার কথা পড়ুয়াদের। সেই হলফনামার প্রতিলিপি কি কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে? থাকলে তা জমা করতে হবে।

৪. শুধু পড়ুয়া নয়, তাঁদের অভিভাবকদের সই করা এ ধরনের হলফনামার প্রতিলিপি কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে কি না, তা-ও জানতে চেয়েছে ইউজিসি। থাকলে সেটাও পাঠাতে হবে।

৫. যে সব পড়ুয়া হস্টেলে থাকতে ইচ্ছুক, তাঁদের কি অতিরিক্ত একটি হলফনামায় সই করিয়েছিল প্রতিষ্ঠান? তাঁদের অভিভাবকদেরও কি অতিরিক্ত কোনও হলফনামায় সই করানো হয়েছিল? সেই সংক্রান্ত তথ্য জমা করতে হবে।

৬. মৃত পড়ুয়া এবং তাঁর পরিবার হস্টেলে থাকার জন্য অতিরিক্ত হলফনামায় সই করেছিলেন? থাকলে তার প্রতিলিপি পাঠাতে হবে।

৭. শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে শিক্ষক, ওয়ার্ডেন, ছাত্রদের প্রতিনিধি, অভিভাবক, জেলা প্রশাসন, পুলিশের সঙ্গে কি কোনও বৈঠকে বসেছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান? বসে থাকলে তা কত ক্ষণের জন্য? জানাতে হবে ইউজিসিকে।

৮. ক্লাস শুরু হওয়ার দু'সপ্তাহের মধ্যে নতুন ভর্তি হওয়া পড়ুয়া এবং পুরনো পড়ুয়াদের যৌথ কাউন্সিলিংয়ের কোনও ব্যবস্থা কি করা হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তার তারিখ এবং কত ক্ষণ ধরে তা চলেছিল, তা জানাতে হবে।

৯. শিক্ষাবর্ষের শুরুতে নবীনদের সঙ্গে প্রবীণ পড়ুয়াদের পরিচয় করানোর জন্য কোনও অনুষ্ঠান (ওরিয়েন্টেশন)-এর আয়োজন কি করা হয়েছিল? সেখানে কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপস্থিত ছিলেন? তার তারিখ জানাতে হবে।

১০. নতুন ভর্তি হওয়া প্রত্যেক পড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলার জন্য কোনও শিক্ষককে কি মনোনীত করেছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান? ওয়ার্ডেনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং হস্টেলের ঘরে আচমকা পরিদর্শনের জন্য কি কোনও শিক্ষককে মনোনীত করা হয়েছিল? মৃত পড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ভার কোন শিক্ষকের উপর পড়েছিল? তাঁর নাম জানাতে হবে।

১১. নতুন ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের কি হস্টেলের আলাদা ব্লকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল? ওই ব্লকে কোনও সিনিয়র ছাত্র যাচ্ছেন কি না, তা নজরে রাখার ব্যবস্থা কি হয়েছিল? পড়ুয়াদের হস্টেলের ঘর বণ্টনের বিষয়ে বিশদে জানাতে হবে।

১২. ভর্তি হওয়ার পর পড়ুয়ারা র‍্যাগিংয়ের শিকার হচ্ছেন কি না জানতে প্রথম তিন মাস ধরে প্রতি ১৫ দিন অন্তর কোনও সমীক্ষার ব্যবস্থা কি হয়েছে? সেই সংক্রান্ত তথ্য জানাতে হবে।

একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে কড়া পদক্ষেপ নিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে জারি হল একগুচ্ছ নির্দেশিকা। আর এই নির্দেশিকা জারি করলেন রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশিকা জারি করে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া 'বৈধ' পরিচয়পত্র ছাড়া রাত ৮টা থেকে সকাল ৭টার মধ্যে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করা যাবে না। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, হস্টেল-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসানো হবে সিসি ক্যামেরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগীয় প্রধান, নির্দেশক, বিভাগ, আধিকারিক, ইউনিট, শিক্ষক, কর্মী, আধিকারিক এবং ছাত্র সংগঠনকে পাঠানো হয়েছে ওই নির্দেশিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ওই নির্দেশিকা আপলোড করার কথাও বলা হয়েছে। নির্দেশিকা জারির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকেই কার্যকর করা হয়েছে নিয়ম। প্রসঙ্গত, ওই নির্দেশিকাতেই জানানো হয়েছে, ২০১৮ সালের ৯ অক্টোবরও এই নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যুর পর তা আরও এক বার কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হল। স্নেহমঞ্জু বসুর সই করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের দেওয়া 'বৈধ' পরিচয়পত্র ছাড়া রাত ৮টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করা যাবে না। সঙ্গে এও কড়া নির্দেশ জারি করা হয়েছে যে, পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হলে তা দেখাতে বাধ্য থাকবেন পড়ুয়ারা। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য যাঁরা আসবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অন্য কোনও 'বৈধ' পরিচয়পত্র দেখিয়ে তবেই প্রবেশ করা যাবে ক্যাম্পাস চত্বরে। গেটে রাখা থাকবে রেজিস্টার। প্রবেশকারী যে ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, তার বিষয়ে বিশদে সমস্ত তথ্য ওই খাতায় নথিভুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব গাড়ি বা দু'চাকা প্রবেশ করবে, সেগুলিতে কর্তৃপক্ষের দেওয়া স্টিকার থাকতে হবে। যে সব গাড়িতে কর্তৃপক্ষের দেওয়া স্টিকার থাকবে না, প্রবেশের সময় সেগুলির রেজিস্ট্রেশন নম্বর গেটে জানাতে হবে। সে সব তথ্য রাখবেন নিরাপত্তারক্ষীরা। নিরাপত্তারক্ষীরা গাড়িচালক এবং যাত্রীদের 'বৈধ' পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে তা দেখাতে হবে। একই সঙ্গে ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মাদকের ব্যবহার, আইন-বিরোধী কাজকর্ম একেবারেই নিষিদ্ধ। কেউ এ সব করতে গিয়ে ধরা পড়লে তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিলল আরও একটি ডায়েরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় মিলেছে আরও একটি ডায়েরি, অন্তত এমনটাই খবর কলকাতা পুলিশ সূত্রে। ফলে আগে উদ্ধার হওয়া ডায়েরি এবং এবং গত ১২ অগস্ট উদ্ধার হওয়া এই জোড়া ডায়েরি ঘিরে রহস্য যেন আরও জট পাকাচ্ছে। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১২ অগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের ১০৪ নম্বর ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় দ্বিতীয় ডায়েরিটি। ধূসর রঙের ওই ডায়েরির উপর লেখা রয়েছে, 'গাজনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি'। কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ডায়েরির ১৫১ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে চিঠি। ডিন অফ স্টুডেন্টস রজত রায়ের উদ্দেশে লেখা ১০ অগস্ট লেখা হয়েছিল ওই চিঠি। ধৃত পড়ুয়া দীপশেখর দত্ত জেরায় দাবি করেছেন, চিঠিটি তাঁর লেখা। মৃত ছাত্রের হয়ে দীপশেখরই চিঠিটি লিখেছিলেন। এর আগে গত ১০ অগস্ট হস্টেলের ৬৮ নম্বর ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল প্রথম ডায়েরি। ওই ডায়েরিটি ছিল হলুদ রঙের।

অনুসন্ধান কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরের ঘটনায় এবার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গড়ল রাজ্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনাকে যে অত্যন্ত কড়াভাবে দেখছে রাজ্য সরকার, তা আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, পুরো ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে রাজ্য। নবান্ন সূত্রে খবর, ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম তৈরি করেছে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর। তদন্ত করে দু'সপ্তাহের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

ঝটিকা সফরে এসে বাংলাকে দরাজ সার্টিফিকেট রাষ্ট্রপতির

গার্ডেনরিচে স্টেলথ গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেটের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঝটিকা সফরে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বাংলাকে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এক তারকাখচিত অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সে নৌসেনার নতুন স্টেলথ গাইডেড-মিসাইল ফ্রিগেটের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি। সেখানে তিনি বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি ও মেধা সম্পদের ভূয়সি প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে এটি পশ্চিমবঙ্গে আমার দ্বিতীয় সফর। কলকাতার প্রাণবন্ত শহর, এর সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সাথে আমাদের জাতির হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বৌদ্ধিক প্রাণবন্ততা, শৈল্পিক স্পৃহা এবং বিশ্বচেতনা দেশের মধ্যে সেরা।'

এদিন বোতাম টিপে 'আইএনএস বিন্ধ্যগিরি'কে জলে ভাসিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এর আগে, স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে, নারকেল ফাটিয়ে ও মালা পরিয়ে জাহাজের পুজো করা হয়। তার পর তিনি জাহাজটিকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন এবং বোতাম টিপে জাহাজের নাম ফলক প্রকাশ করেন। আগাগোড়া রাষ্ট্রপতির পাশে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের জলসীমার সুরক্ষিত রাখার জন্য ভারতীয় নৌসেনার প্রশংসা করেন। সময়মতো জাহাজের নির্মাণ শেষ করার জন্য জিআরএসই কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান নৌসেনা প্রধান আর হরি কুমার।

রাষ্ট্রপতি অর্থনীতির সার্বিক বিকাশ এবং জলসীমা মজবুত করতে নৌশক্তির প্রসারের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, আজ ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং আমরা অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছি। একটি ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি মানে বাণিজ্যের উচ্চ পরিমাণ। আমাদের বাণিজ্য-পণ্যের একটি বিশাল অংশ সমুদ্রপথে পরিবহণ করে। এই সত্যটি আমাদের বৃদ্ধি এবং সুস্থতার জন্য মহাসাগরের গুরুত্বকে তুলে ধরে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি মুর্মু ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তার বিভিন্ন দিকের কথা উল্লেখ করেন। এর জলদস্যুতা, অস্ত্র, মাদক চোরাচালান, অবৈধ মানব অভিবাসন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ভারতীয় নৌবাহিনীর গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। 'আইএনএস বিন্ধ্যগিরি' নামের এই রণতরী ভারতীয় নৌসেনার 'প্রজেক্ট-১৭ আলফা' বা সংক্ষেপে 'পি-১৭এ' প্রকল্পের ষষ্ঠ জাহাজ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার, জিআরএসই-র চেয়ারম্যান পিআর হরি -সহ শীর্ষ পদাধিকারীরা। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, মেয়র ফিরহাদ হাকিম, প্রাক্তন ভারত ক্রিকেট অধিনায়ক তথা প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

নৌসেনার 'পি-১৭এ' প্রকল্পের অধীনে সাতটি নিলগিরি-শ্রেণির (এই প্রজেক্টের প্রথম জাহাজ 'আইএনএস নিলগিরি'-র নামে শ্রেণিভুক্ত) ৭টি স্টেলথ গাইডেড-মিসাইল ফ্রিগেট তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে ৪টে নির্মিত হয়েছে মুম্বইয়ের মাজগাঁও ডকইয়ার্ডে। বাকি তিনটির নির্মাণ হয়েছে কলকাতায় গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই)-তে।

'আইএনএস বিন্ধ্যগিরি' হলো এই প্রকল্পের ষষ্ঠ তথা এখানে তৈরি হওয়া তৃতীয় তথা শেষ জাহাজ। সেই দিক থেকে কলকাতার জাহাজ নির্মাণকারী সংস্থা জিআরএসই-র মুকুটে যুক্ত হলো নতুন পালক। এর আগে, এখান থেকেই উদ্বোধন হয়েছে যথাক্রমে 'আইএনএস হিমগিরি' ও 'আইএনএস দুনাগিরি'। এই দুটিই এখন সমুদ্র-ট্রায়ালে রয়েছে। সম্ভবত, চলতি মাসেই নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে 'আইএনএস হিমগিরি'।

মণিপুরে হিংসার তদন্তে সিবিআইয়ের ৫৩ জনের টিম

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট: মণিপুরে হিংসার ঘটনাগুলির তদন্তের জন্য ২৯ জন মহিলা আধিকারিক-সহ মোট ৫৩ জন অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ কথা সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে। তদন্তকারী দলে পর্যবেক্ষক হিসাবে রয়েছেন ডিআইজি স্তরের তিন জন মহিলা অফিসার। পুরো তদন্তপ্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করবেন সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টর ঘনশ্যাম উপাধ্যায়। সিবিআইয়ের ইতিহাসে কখনও কোনও ঘটনাপর্বের তদন্তে এত বিপুল সংখ্যক অফিসার নিয়োগ করা হয়নি বলে সংস্থাটির একটি সূত্র জানাচ্ছে।

সিবিআই তদন্তকারী দলে দু'জন অতিরিক্ত সুপার এবং ছ'জন ডেপুটি সুপার পদমর্যাদার মহিলা অফিসারও রয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই মণিপুরে মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসার মামলাগুলির তদন্তে সিবিআইয়ের এই তৎপরতা বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, মণিপুরের কংপোকপি দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় ঘোরানোর ঘটনার ভিডিও এবং গণধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে গত ২০ জুলাই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এর পরে গত ৮ অগস্ট মণিপুর হিংসার তদন্ত এবং হিংসার ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের উপর নজরদারির জন্য হাইকোর্টের তিন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গড়েছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

প্রকৃতির রোষে হিমাচল এবং উত্তরাখণ্ড

মৃত্যু বেড়ে ৮১, হড়পা বানে বিপর্যস্ত পঞ্জাব

শিমলা, ১৭ অগস্ট: প্রকৃতির উপর মানুষের লাগামছাড়া অত্যাচারের ফলই আজ ভুগতে হচ্ছে উত্তরের দুই রাজ্যে। এমনটাই মত পরিবেশবিদদের। বৃষ্টির জেরে হড়পা বান আর ধসের তাণ্ডব চলছে গোটা হিমাচল প্রদেশ জুড়ে। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের পাশাপাশি এ বার হড়পা বানে বিপর্যস্ত পঞ্জাব। হিমালয়ের দুই রাজ্যের পাশাপাশি গত কয়েক দিন ধরেই উত্তর ভারতের এই রাজ্যে ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল। তার জেরে রাজ্যের হোসিয়ারপুর, গুরুদাসপুর এবং রূপনগর-সহ বেশ কিছু জেলায় হড়পা বান নেমে আসে। তার সঙ্গে পং এবং ভাকরা বাঁধ থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। তবে উদ্ধার এবং ত্রাণকাজ চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। অন্য দিকে, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে গত কয়েক দিনের বৃষ্টি, ধস এবং বন্যা পরিস্থিতির জেরে ইতিমধ্যেই মৃত্যুর সংখ্যা ৮১ ছাড়িয়েছে। শুধু হিমাচলেই বুধবার পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে

৭১ জনের। উত্তরাখণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। তবে এই দুই রাজ্যে বৃষ্টি এখনই থামবে না বলে সতর্কবার্তা দিয়েছেন মৌসম ভবন। আগামী কয়েক দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। রবিবার থেকে হিমাচলে বৃষ্টির তাণ্ডব বেড়েছে। শিমলা-সহ রাজ্যের বেশির ভাগ জেলায় মুহুর্মুহু ধস নেমেছে। রাজধানী শিমলায় তিনটি এলাকা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধসের জেরে। সেগুলি হল, সামার হিল, ফাগলি এবং কৃষ্ণনগর। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তথ্য বলছে, গত ২৪ জুন থেকে বর্ষার এই মরশুমে হিমাচলে ২১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৩৮ জন নিখোঁজ। ডেপুটি কমিশনার নিপুণ জিন্দল জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘণ্টায় কাংড়া জেলার ইন্দোরা এবং ফতেহপুর থেকে ১,৭৩১ জনকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, উনা, হামিরপুর বিলাসপুর, কাংড়া, মান্ডি, শিমলা, সোলান এবং সিরমুরে আগামী দু'দিন ধরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে।

যক্ষ্মা দূরীকরণ অভিযানে আশা কর্মীদের উৎসাহ ভাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: যক্ষ্মা দূরীকরণ অভিযানে নিযুক্ত আশা কর্মীদের বাড়তি উৎসাহ ভাতা দিতে নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এই মর্মে সব জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের চিঠি পাঠিয়েছে। জাতীয় যক্ষ্মা দূরীকরণ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মীরা এই বাড়তি উৎসাহ ভাতা পাবেন।

স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, যক্ষ্মা রোগীদের নাম নিক্ষয় পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করার কাজে যুক্ত থাকা কর্মীদের রোগী পিছু ৫০ টাকা করে উৎসাহ ভাতা পাবেন। রোগীদের সার্বিক চিকিৎসা পর্ব শেষ হলে তাঁদের বাড়তি ২৫০ টাকা করে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মা মুক্ত বাংলা গড়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এজন্য অতিরিক্ত আড়াই হাজার আশা কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

রাজ্যে প্রতি বছর লাখ খানেক টিবি রোগী চিহ্নিত হন। দেশে নতুন রোগীর সংখ্যাটা প্রতি বছরে প্রায় ২০ লক্ষ। চিহ্নিত টিবি রোগীরা সরকারি যক্ষ্মা নির্মূলকরণ প্রকল্পের আওতায় 'ডট' বা ডাইরেক্টলি অবজার্ভড ট্রিটমেন্টের আওতায় থাকেন। তৃণমূল স্তরে সেই সব রোগীদের টিবি-র ওষুধ খাইয়ে দিয়ে আসেন আশা কর্মীরা। তাই তাঁদেরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে মাঝপথে কেউ ওষুধ বন্ধ করে না-দেন। তার জন্যই এই উৎসাহ ভাতা।

সম্প্রতি মঞ্জরী দি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন-এর 'চতুর্থ বর্ষপূর্তি ও শ্রাবণ সন্ধ্যা' অনুষ্ঠিত হলো সালকিয়া সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন-এর সেমিনার হলে। একঝাঁক শিল্পী কবি ও আবৃত্তিকরদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

যতীনদাস পার্ক থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত পরিদর্শন মেট্রোর জিএম-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর- দক্ষিণ মেট্রো করিডর পরিদর্শন করলেন কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, বুধবার তিনি যতীন দাস পার্ক কবি সুভাষ পর্যন্ত পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের পর কলকাতা মেট্রোর পক্ষ থেকে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, বুধবার পরিদর্শনের সময়, তিনি মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনে এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমটি ঘুরে দেখেন। এই এনার্জি স্টোরেজ সম্পর্কেও ব্যক্তিগত ভাবে আগ্রহও প্রকাশ করেন তিনি। প্রসঙ্গত, ইনভার্টার এবং অ্যাডভান্স কেমিস্ট্রি সেল ব্যাটারির সংমিশ্রণে তৈরি এই নতুন সিস্টেমটি হঠাৎ পাওয়ার কাট বা গ্রিড ফেলিওয়ের ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে কাজ করতে সক্ষম। এই সিস্টেমের ফলে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের হলে টানেলের ভিতরে ট্রেনের মধ্যে আর যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকতে হবে না। কারণ এই সিস্টেমের ফলে ট্রেনের যাত্রীদের দ্রুত পরবর্তী স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে। অন্যদিকে পুরানো পাওয়ার ব্যাকআপ সিস্টেমটিও এদিন পরিদর্শন করেন মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার।

এরই পাশাপাশি মেধা রেকে (এমআর-১১১৬)-র অ্যান্টি ডোর ওপেনিং সিস্টেমও খতিয়ে দেখেন। এই সিস্টেমে যাত্রী ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দিতে দুটি মধ্যবর্তী স্টেশনের মাঝে যাতে দরজা খুলে কোনও বিপত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করতেই এই স্টিস্টেম।কলকাতা মেট্রোর প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ার এই সিস্টেমের পুরো কার্যকারিতা বোঝান।সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেট্রোর অন্যান্য আধিকারিকেরাও। সমগ্র ঘটনা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন কলকাতা মেট্রোর এই শীর্ষকর্তা।

এমএলএ ক্যান্টিনের দায়িত্বে প্রসিদ্ধ ক্যাটারার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এমএলএ হস্টেলে ক্যান্টিনের খাবারের মান নিয়ে উঠছিল একাধিক প্রশ্ন। বৃহস্পতিবার বিকেলে সেই সমস্যার সমাধান করলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, নতুন এই ক্যান্টিনের দায়িত্বে থাকবে শহরের প্রসিদ্ধ ক্যাটারার বিজলি গ্রিল। এমএলএ হস্টেলের এই নয়া ক্যান্টিন বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকেবে। একসঙ্গে ৫০ জন ওই ক্যান্টিনে বসে খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্পিকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস রায়-সহ বিশিষ্টরা। এদিন স্পিকার বলেন, আগে থেকেই বিধায়কদের হস্টেলের খাবারের মান নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ছিল। তাঁরা বারবার দাবি জানিয়ে আসছিলেন কোনও ভালো ক্যাটারিং সংস্থার হাতে ক্যান্টিনের ভার তুলে দেওয়া হোক। আর সেই পথে হেঁটেই এবার বিজলী গ্রিলের হাতে তুলে দেওয়া হল ক্যান্টিনের দায়িত্ব। স্পিকারের এমন উদ্যোগে উচ্ছ্বসিত বিধায়করা। এদিকে আগে খাবারের মান খারাপ হওয়ার জন্য বেশ কয়েকজন বিধায়ক হস্টেলের মধ্যেই রান্না করার ব্যবস্থা করেছিলেন। নিরাপত্তার কারণে সেগুলি অবশ্য বন্ধ করতে বলেন স্পিকার। এরপরই সমস্ত দিক বিবেচনা করে নতুন ক্যাটারার নিয়োগ করার নির্দেশ দেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ত্রাসের রাজনীতির ক্ষেত্রে সিপিএম-তৃণমূল সমান বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন ,ব্যারাকপুর: বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি হওয়ার পরই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সিপিএম ও তৃণমূলকে তুলোধনা করলেন মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'শিল্পাঞ্চলে সন্ত্রাসের রাজনীতির ক্ষেত্রে সিপিএম ও তৃণমূল সমান। বামজমানায় সিপিএমের সন্ত্রাস দেখে এসেছি। বর্তমান মা-মাটি-মানুষ সরকারের আমলেও সন্ত্রাস চলছে।' বিজেপির ব্যারাকপুর জেলা সভাপতির অভিযোগ, তোলাবাজির জেরে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল প্রায় ধ্বংসের পথে। হয়তো কলকারখানা উঠে গেছে নয়তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের লক্ষে সম্প্রতি রাজ্য জুড়ে সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অদল-বদল করেছে বঙ্গ বিজেপি। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি করা হয়েছে আরএসএস ঘনিষ্ঠ মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দায়িত্ব পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুরের একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন নবনির্বাচিত জেলা সভাপতি। জনসংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দলীয় কর্মীদের মনোজের পরামর্শ, কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা থেকে যারা বঞ্চিত তাঁদের জন্য দলীয় কার্যকর্তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। বঞ্চিতরা যাতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পান, কার্যকর্তারা সেই চেষ্টা করবেন। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বুথ ভিত্তিক সংগঠন আরও জোরদার করা হবে বলে এদিন তিনি দাবি করলেন।

'চিনি-২' এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব ঘোষণা সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্লকবাস্টার বাংলা সিনেমা 'চিনি ২'-এর সাথে একটি অংশীদারিত্ব ঘোষণা করল শীর্ষস্থানীয় প্যান ইন্ডিয়া জুয়েলারি রিটেল ব্র্যান্ড সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস। এই সহযোগিতার অংশ হিসেবে, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এভারলাইট ব্র্যান্ড - এর 'জিঙ্কগো এবং মারিপোসা কালেকশন' প্রোমোট করবে, যাতে রয়েছে নিপুণভাবে তৈরি করা সোনার কানের দুল, নেকলেস সেট, পেন্ডেন্ট সেট, রিং এবং ব্যাঙ্গেল, যেটির দাম শুরু হচ্ছে ১০,০০০ টাকা থেকে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল 'চিনি-২' এর সিনেমার প্রধান চরিত্র মধুমিতা সরকারকে। মধুমিতা সরকার কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরও বটে।

তোলাবাজি নিয়ে হুঁশিয়ারি খড়দা থানার আইসি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দায় খেলা হবে দিবস অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের তোলাবাজি নিয়ে হুঁশিয়ারি দিলেন খড়দা থানার আইসি রাজকুমার সরকার। ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীকে পাশে বসিয়ে আইসি-র নিদান, 'তোমরা তো দলের কাউন্সিলর । যেমন কাজ করবে বিধায়কের ইমেজ কিন্তু

সেইরকমই হবে। ওনার সেই সন্মানটা রাখার চেষ্টা করবে। খড়দা থানার আইসি-র সংযোজন, সামনেই পুজো। সামাজিক কাজ করুন। অসামাজিক কাজ করবে না।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'তোলাবাজি করবে না। এটা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না।' জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তার মন্তব্য ছিল, 'আপনাদের যদি নিরাপত্তা দিতে না পারি তাহলে ওই জায়গাটায় আমার থাকার কোনও যোগ্যতা নেই। আপনারা সোজাসুজি বিধায়ককে জানাবেন। যে এই লোকটা কাজ করে না ।' তোলাবাজি নিয়ে খড়দা থানার আইসি-র এহেন প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিজেপি নেতা কিশোর কর বলেন, 'তৃণমূল দলটা এখন পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করছে। থানার একজন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তোলাবাজি নিয়ে যেভাবে বিবৃতি দিয়েছেন । তাতে পরিষ্কার পুলিশকে দিয়ে এখন তৃণমূল দলটা পরিচালনা করা হচ্ছে।'

বিজেপি দপ্তরে আয়োজিত স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিংহ, মীনা দেবী পুরোহিত, বিজয় ওঝা, উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ, ভোলা প্রসাদ সোনকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল 'উদ্ভাবন ও শিল্পোদ্যোগ সম্মেলন ২০২৩'। প্রফেসর (ড.) সমিত রায়, চ্যান্সেলর, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই সম্মেলনে অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রফেসর (ড.) নবীন দাস, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর (ট্রেনিং, প্লেসমেন্ট অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশনস), অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়; ড. শুভ্ররঞ্জন চক্রবর্তী, ডিরেক্টর (অপারেশনস) বিআইআরএসি; ড. মণীশ দিওয়ান, প্রধান, 'বাইরাক'-এর স্পেড বিভাগ; এবং ডি মিত্র, যুগ্ম পরিচালক, এমএসএমই, ভারত সরকার।

ফ্যাশন শো 'আমার ভারতবর্ষ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেআরকে প্রোডাকশনের তরফ থেকে হয়ে গেল 'আমার ভারতবর্ষ' শীর্ষকে এক ফ্যাশন শো। এই ফ্যাশন শো-এর উদ্বোধন করেন বিধায়ক তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। এই ফ্যাশন শো-তে প্রথম স্থান অধিকার করেন রিনা সিং। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান পান শর্মিষ্ঠা রায় এবং আকাশ ভারতী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিয়োগী প্রগতি বাংলা বাঙালিয়ানা আইকনের ফাউন্ডার ড. অরিজিৎ কুমার নিয়োগী, প্রাক্তন ফুটবলার রহিম নবি, বাচক শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শিল্পী পায়েল সরকার, ফ্যাশন কোরিওগ্রাফার রীতা মাইতি এবং অন্যান্যরা।

পূর্ব রেলের সদর দপ্তর ফেয়ারলি প্লেস-র ওল্ড কনফারেন্স রুমে ১৪ অগাস্ট ভারতীয় রেলের আইনি শাখার একটি আন্তঃ আঞ্চলিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রেল বোর্ডের যুগ্ম সচিব ও আইন উপদেষ্টা সুনিতা আনন্দ এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। রেলের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার অশোক মাহেশ্বরী এবং রেল বোর্ডের ডেপুটি ডিরেক্টর লাসাং ইয়োলমো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেল, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, মেট্রো রেল, পূর্ব-মধ্য রেল এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আধিকারিকরা।

স্বাধীনতা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৫ই অগস্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করল কলকাতা অ্যাংলো গুজরাতি স্কুল। দ্য কলকাতা গুজরাতি এডুকেশন সোসাইটি সংস্থার তত্ত্বাধানে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন হয় গান, নাচ ও নৃত্য নাট্যের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের জেনারেল সেক্রেটারি জয় কামদার, জয়েন্ট সেক্রেটারি চন্দ্রেশ মেঘানি, পরিমল আজবেরা, প্রন্সিপাল জিমি সাইনি, সংস্থার সদস্যদের মধ্যে পরেশ দপ্তরী, গীতাঞ্জলি ঠক্কর, জয়ন্তী গঙ্গোপাধ্যায়, স্কাউট ইনচার্জ হাতিম দাউদ ওয়ালা , দর্শিম নাগর , সুশিলা বেন মানেক সহ স্কুল ও কলেজের শিক্ষক - শিক্ষিকা ছাড়াও ফ্যাকালটির অন্যান্য সদস্যরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 14/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12475 নং এফিডেভিট বলে Shribas Das S/o. Harekrishna Das ও Shibas Das S/o. H. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 19/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11074 নং এফিডেভিট বলে আমি Shrikumar Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tapan Chakraborty ও J. Chakraborty সাং জাঙ্গীপাড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পরিবর্তন

আমি **Susamay Saha** পিতা Bablu Saha ঠিকানা নুঙ্গি স্টেশন রোড, মহেশতলা, বাটানগর, দঃ২৪ পরগনা, কলি-১৪০, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার সঠিক নাম Susamay Saha যেটা আমার Voter Card No.DSW2718534, Aadhar card No.9976 5997 1486 and Pan card No.CXRPS8176F তে আছে, কিন্তু আমার সমস্ত এডুকেশনাল সার্টিফিকেট এবং এল.আই.সি পলিসি নং-416892290 তাং 21.02.2006 তে আমার নাম Susamay Saha এর পরিবর্তে Susomay Saha লেখা আছে। Susamay Saha এবং Susomay Saha গত 09/12/21 তারিখে Ld.J.M.1st Class Barrackpore কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

আমি দশরথ হাতুই পিতা শম্ভুনাথ হাতুই ১০/০৮/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিটে দশরথ হাতুই থেকে মহঃ মাহিন মন্ডল হলাম। এবং ১৬/৮/২৩ থেকে হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলাম।

নাম-পদবী

আমি Pradip Nandi S/o. Monoranjan Nandi গত ১৪/০৮/২৩ তারিখে 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরামপুর কোর্ট থেকে এফিডেভিট করে প্রমান করছি যে Pradip Nandi এবং Pradip Nandy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

হলদিয়া সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ)
আদালত
(District Deligate)
J. Misc Case No. 13/22
শ্রী মোহন চন্দ্র ভুঞ্যা
...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যায় যে, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- হলদিয়া, মৌজা- হাতিবেড়্যা পূর্নবাসন কলোনী, শহীদ ক্ষুদিরামনগর, হৈমন্তী ব্লক এর অধিবাসী গোকুল ভুঞ্যা পিতা- গোবর্দ্ধন ভুঞ্যা তাহার জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, থানা- হলদিয়া পূর্নবাসন কলোনী, মৌজা- হাতিবেড়িয়া, হৈমন্তী ব্লক, দাগ নং- ৪০১, 06 decimal সম্বন্ধে দরখাস্তকারীকে উইল করিয়া থাকায় দরখাস্তকারী উক্ত উইল Probate প্রার্থনায় উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমার উত্থাপন করিয়াছে। কোন ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে interest থাকিলে হুজুর আদালতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় একতরফা মতে রায় হইবে। অদ্য ইং ০১/০৮/২৩ তারিখের আদালতের মোহর প্রদান করা হইল।

আদেশানুসারে
Malay Maity
Sheristader
Civil Judge (Jr. Div.)
Haldia, Purba Medinipur
01-08-23

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ আগষ্ট শুক্র বার। ৩১ শ্রাবন। প্রতিপদ তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টত্তরী রাহুর মহাদশা, বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে -সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন -ভেবেছিলেন কি ? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ । আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি - জমা - কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন।পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক - মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে - তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন - তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান - সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে - বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি । কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি ? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ অগস্ট ২০২৩ ৩২ শ্রাবণ ১৪৩০ শুক্রবার

যাদবপুরের রেজিস্ট্রারের জবাবে অসন্তুষ্ট রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুরে প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যুর পর তার বয়স ১৮-এর কম জানিয়ে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযথ সিসি ক্যামেরা নেই, কেন র‍্যাগিং রুখতে বিশ্ববিদ্যালয় সুপ্রিম কোর্ট বা ইউজিসি-র নির্দেশিকা মানা হয়নি যাদবপুর কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে তার জবাব চেয়েছিল রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। আর সেই উত্তর পেয়েই চরম অসন্তোষের কথা প্রকাশ করল কমিশন। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে তারা। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, শো-কজের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু যে জবাব দিয়েছেন, তা দায় এড়ানোর চেষ্টা। যা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার নামান্তর।

কমিশনের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার দায় ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন। ভুল সংশোধন করে সংস্কারের কোনও চেষ্টাই করেননি। রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমস্যার সমাধান করার কোনও মানসিকতা নেই তাঁদের।

> কমিশনের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার দায় ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে। ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার বা সংস্কারের ইচ্ছের অভাবই ফুটে উঠেছে তাদের জবাবে।

শিশু সুরক্ষা কমিশনের তরফে প্রতিনিধিরা যাদবপুরের ক্যাম্পাস এবং হস্টেল পরিদর্শন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়। অভিযোগ, র‍্যাগিং সংক্রান্ত ইউজিসির নির্দেশিকা যাদবপুরে উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী গত রবিবার নদিয়ায় মৃত ছাত্রের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়ে এসেছেন তিনি। তার পর কমিশনের মানা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকাও সেখানে বাস্তবায়িত হয়নি। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কী, জানতে চেয়েছিল কমিশন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

প্রসঙ্গত, ঘটনার পর নদিয়ায় ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। ওই ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে কমিশনের মনে হয়েছে তার ওপর যৌন নির্যাতন হয়েছিল। তাছাড়া শারীরিক নির্যাতনও চলেছিল। এরপরই কমিশন জানায় এক্ষেত্রে ছাত্র মাইনর হওয়ায় পকসো ধারায় মামলা হওয়া উচিত। আর তার নাম ও ছবি প্রকাশ্যে আনা যাবে না। এখনও পর্যন্ত ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় মোট ন'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এবিভিপির অবস্থান বিক্ষোভে শুভেন্দু, আরএসএফ-এর সঙ্গে সংঘর্ষে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিসি ক্যামেরা না থাকা, সুপ্রিম কোর্টের অ্যান্টি র‍্যাগিং সংক্রান্ত নিয়মাবলী না-মানা-সহ একাধিক বিষয়ে প্রশ্নের মুখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ছাত্রমৃত্যু নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতিও! এরই মধ্যে এবিভিপি এবং আরএসএফ (রেভিলিউশন স্টুডেন্টস ফ্রন্ট)-এর সংঘর্ষে বৃহস্পতিবার বিকেলে উত্তেজনা ছড়াল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। গত সোমবারও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। এসএফআই ও ডব্লিউটিআই-এর মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল। বুধবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মসূচি ঘিরে গোলমাল বেধেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। এআইডিএসও ও টিএমসিপির মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

এদিন ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে এবিভিপির অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা

শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে আরএসএফের বিরুদ্ধে। তারপরেই দু'পক্ষের হাতাহাতি বেধে যায় বলে জানা গিয়েছে। অশান্তির জেরে কয়েকজন আহত হয়েছে বলেও খবর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আরএসএফের অভিযোগ, বিনা প্ররোচনায় হামলা চালানো হয়েছে।

বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে। এফআইআর দায়ের হয়। তদন্ত এগোতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক খামতি প্রকাশ্যে আসে। তাতেই আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে।ছেলের মৃত্যুতে হস্টেলের আবাসিকদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন ছাত্রের বাবা। খুনের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় নয় জন গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ছাত্রমৃত্যুর জন্য শুধু যাদবপুরকে দোষারোপ অনুচিত: শ্রীলেখা মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম বর্ষের ছাত্র মৃত্যুতে যখন র‍্যাগিং নিয়ে কাঠগড়ায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববদ্যালয়, তখন একটু অন্যভাবে বক্তব্য রাখলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি বলেন, 'যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এসে এই মানুষগুলো খারাপ হয়েছে এ বিশ্বাস আমি করি না।' তাঁর স্পষ্ট কথা, 'একটা প্রতিষ্ঠান শুধু টার্গেট হতে পারে না।' ছাত্রমৃত্যু নিয়ে তাঁর খারাপ লাগা থাকলেও এ ব্যাপারে শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়ী করা ঠিক নয় বলেই তিনি মনে করেন।

গত বুধবার রাতে যাদবপুরের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া মারা যান তিনতলা থেকে পড়ে। পরিবারের তরফে দায়ের হয়েছে খুনের অভিযোগ। র‍্যাগিং করে মেরে ফেলা হয়েছে তাঁদের ছেলেকে, এমনই দাবি করেছে পরিবার। পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে ৯ জন প্রাক্তন ও বর্তমান পড়ুয়াকে।

এই নিয়ে শুরু হয়েছে নিন্দার ঝড়। তোলপাড় পড়ে গেছে সব মহলে। তারকা মহলও মৌনতা ভেঙে সরব হয়েছে প্রতিবাদে। খুনের বিচার চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন ঋদ্ধি সেন, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তরা। সরব হন তারকা সাংসদ দেবও। এবার শ্রীলেখাও সেই দলে নাম লেখালেন।

যদিও অভিনেত্রীর বক্তব্য, 'বাংলায় একটা প্রবাদ আছে শক্তের ভক্ত নরমের যম। এটা মাথায় এল, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি প্রসঙ্গে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এসে এই মানুষগুলো খারাপ হয়েছে, এ বিশ্বাস আমি করি না, একটু গভীরভাবে ভাবতে শিখুন, মানুষের বেড়ে ওঠা তার পারিপার্শ্বিক তার পূর্ব কোন অভিজ্ঞতা, আরও অনেক কিছু থাকতে পারে।'

অপরাধের শিকড় অনেক গভীরে। কেবলই যাদবপুরকেন্দ্রিক আলোচনা ও নিন্দা করলেই দায় সেরে ফেলা যায় না এটাই বলতে চেয়েছেন অভিনেত্রী। পাশাপাশি শ্রীলেখার ব্যাখ্যা, 'মানুষ আসলেই ঈশ্বর বা প্রকৃতির সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। জঙ্গলে বাঘ-সিংহ শিকার করে তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য, মানুষ সজ্ঞানে রেপ করে, খুন করে, ব্যাগিং করেখ আরও কত কিছুই করে।' তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে অনেক গুণী ছাত্র-ছাত্রী সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।'

শ্রীলেখা যাদবপুরের বাইরে বেরিয়ে এসে লিখেছেন, 'রাজনীতি আপনার বাড়ির রান্নাঘরেও হয়, মানুষ যতদিন বাঁচবে ক্ষমতার লড়াই চলবে। যার সন্তান গেছে তার কাছে কোন লজিকই কার্যকরী নয়। এটা কোনও সাধারণ ইস্যু নয়, এটা পাওয়ার গেম। যা পলিটিক্যাল পার্টিরা এই মুহূর্তে ব্যবহার করছে। অনেক প্রশ্ন আছে, অনেক ফ্রাস্ট্রেশন জমছে, কিন্তু তার টার্গেট শুধু একটা প্রতিষ্ঠান হতে পারে না।'

অভিনেত্রীর কথায়, 'সময়টা বড় গোলমেলে, সবাই সাবধানে থাকুন সাবধানে রাখুন। অন্যায় দেখলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করুন, কিন্তু সেটা বুঝে করুন। প্রত্যেকের একটা সাইকোলজিক্যাল এভালুয়েশন এর প্রয়োজন, স্কুল, কলেজ, কর্মস্থান সব ক্ষেত্রে।'

তবে চলতি সমালোচনার ঝড়ের মাঝে অভিনেত্রীর এই মতামত যে সর্বজনগৃহীত হবে না, সে আন্দাজও করেছেন তিনি। তাই লিখেছেন, 'জানি আমার এই পোস্টটার সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না। নাই হতে পারেন, মোদ্দা কথা হল ক্ষমতা এবং তার অপব্যবহার।'

'নায়ক'-এর স্বত্বাধিকার সত্যজিৎ রায়েরই, সম্মত ডিভিশন বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'নায়ক'-এর স্বত্বাধিকারী পরিচালক সত্যজিৎ রায়েরই। প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে এ নিয়ে বিরোধে, বৃহস্পতিবার দিল্লি আদালতের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়েই সম্মতি জানাল দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সেরা ছবি 'নায়ক'। সত্যজিৎ রায়ের যে সমস্ত কালজয়ী সিনেমা রয়েছে তার মধ্যে এটি অন্যতম। 'নায়ক' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বাংলার মহানায়ক উত্তম কুমার। এই সিনেমা একজন সুপারস্টারের উত্থান-পতনের গল্প বলে। গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটি একটি মহিলা সাংবাদিকের। যে চরিত্রে দেখা গিয়েছিল শর্মিলা ঠাকুরকে। এই ছবির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ছিলেন সত্যজিৎ রায়। আরডি বনশল প্রযোজিত এই ছবির চিত্রনাট্যের স্বত্বের অধিকার কার? এই প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল প্রযোজক সংস্থা। ছবির চিত্রনাট্যের স্বত্বাধিকার সত্যজিৎ রায়েরই, চলতি বছরের মে মাসেই এই রায় ঘোষণা করে দিল্লি আদালতের সিঙ্গল বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার সিঙ্গল বেঞ্চের সেই রায়েই সম্মতি জানাল দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও।

সম্প্রতি 'নায়ক' ছবির চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি উপন্যাস প্রকাশ করেছে প্রকাশনা সংস্থা হার্পার কলিন্স। তার পরেই আদালতে অভিযোগ দায়ের করে ছবির প্রযোজক আরডি বনশলের পরিবার। দাবি ওঠে ছবির চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ রায় হলেও 'নায়ক' ছবির প্রযোজক হিসাবে স্বত্বাধিকার তাদেরই। কোনও তৃতীয় পক্ষ 'নায়ক' ছবি অবলম্বনে উপন্যাস লিখলে তা বনশল পরিবারের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যায় না। তার পরেই আদালতে সত্যজিৎ রায়ের পুত্র সন্দীপ রায় ও রে সোসাইটির অনুমতিপত্র জমা দেয় প্রকাশনা সংস্থা হার্পার কলিন্স। জানানো হয়, 'নায়ক' অবলম্বনে উপন্যাস প্রকাশের আগে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের আইনি স্বত্বাধিকারী পরিবারের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। আদালতও সেটাই জানাল স্বত্বাধিকার সত্যজিৎ রায়ের।

দিল্লি আদালত জানায়, 'নায়ক' ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সত্যজিৎ রায় নিজে। সেই সৃজনশীল কাজে প্রযোজনা সংস্থার কোনও অবদান ছিল না। তাই চিত্রনাট্যের স্বত্বাধিকারী সত্যজিৎই। তাঁর অবর্তমানে সেই অধিকার রয়েছে তাঁর পুত্র ও পরিচালক সন্দীপ রায় এবং রে সোসাইটির কাছে।

শরীর ভালো নেই, জেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট চাইলেন পার্থ

দুর্নীতির 'মাস্টার মাইন্ড' পার্থই!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থের বান্ধবী অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের পর গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। বছর ঘুরে গিয়েছে। বারাবার জামিনের আবেদন জানালেন প্রভাবশালী তত্ত্বে তা খারিজ হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এবার জেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট চেয়ে বিচারপতির কাছে আর্জি জানালেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আদালতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর তরফে বলা হয়, তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না, অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলে ভালো হয়। অন্য দিকে, বৃহস্পতিবার আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই পার্থকে কাঠগড়ায় তুলে জানিয়েছে, বাড়ির একতলায় অফিস চালাতেন পার্থ। আদালতে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানিয়েছেন, প্রসন্ন রায়ের মতো 'মিডলম্যান'দের সঙ্গে নাকতলার বাড়ির অফিসেই বৈঠক করতেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, গত বছর ২২ জুলাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। ২৩ জুলাই গ্রেপ্তার করা হয় রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীকে। জামিন চাইলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে বারাবার আদালতকে একাধিক যুক্তি দেখিয়েছে পার্থ কতটা প্রভাবশালী। তিনি জেলের বাইরে গেলেই তথ্য-প্রমাণ নষ্ট করবেন।

পার্থর জামিন চেয়ে বৃহস্পতিবার আদালতে জোর সওয়াল করেন তাঁর আইনজীবী। শুনানিতে বলা হয়, 'গত বছর ১১-১২ জনের নাম সামনে এনেছে সিবিআই। তাহলে কি সিবিআই বলতে চায়, শুধু ওই ১১-১২ জনই গোটা কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত? পার্থবাবু ২০১৪ সালে মে মাসে মন্ত্রী হয়েছিলেন, সুবীরেশের নিয়োগ তার আগে। এসএসসি স্বশাসিত সংস্থা। মন্ত্রীর কোনও ভূমিকা থাকে না। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, দপ্তরের সচিব আর মন্ত্রিসভাই সবটা ঠিক করে'। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট জমা পড়েছে আদালত। সেই চার্জশিটের অংশ তুলে ধরে পাল্টা সওয়াল করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। তাঁর দাবি, 'নাকতলার বাড়িতে বসেই তালিকা তৈরি করতেন পার্থ। বাড়ির নীচেই অফিস বানিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই পাঠানো হত তালিকা। সুবীরেশকে বাড়িতে ডেকে তালিকা দিতেন পার্থ। গোটা পরিকল্পনাটা বাস্তবায়িত করার জন্যই সুবীরেশকে পদে বসানো হয়েছিল'।

যাদবপুর কাণ্ডের পর সতর্কতা!

মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলে সারপ্রাইজ ভিজিট উপাধ্যক্ষর

র‍্যাগিং রুখতে পদক্ষেপ (মেডিক্যাল কলেজ)

- প্রথম বর্ষের ১৫ জন পড়ুয়াকে নিয়ে তৈরি হবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। প্রথম বর্ষে ১৫০ জন পড়ুয়া রয়েছে।
- গ্রুপে থাকবেন প্রিন্সিপাল, এমএসভিপি ও ফ্যাকাল্টি অফ স্টুডেন্ট ডিনও।
- সিনিয়রদের নিয়ে তৈরি হয়েছে অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড।
- ফেস্টের জন্য জোর করে চাঁদা তোলা যাবে না।
- অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়ারাও র‍্যাগিংয়ের শিকার হন।
- প্রথম বর্ষের পাশাপাশি সিনিয়রদের হস্টেল-সহ ১৭টি হস্টেল পরিদর্শন করা হবে।

* সূত্রের খবর

নিজস্ব প্রতিবেদন,কলকাতা: অন্যতম নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর পর চর্চায় হস্টেলের পরিবেশ। র‍্যাগিং নিয়ে উঠেছে ভূরি ভূরি অভিযোগ। প্রশ্নের মুখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। এই পরিস্থিতিতে সতর্ক হল মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। আচমকাই প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের হস্টেলে সারপ্রাইজ ভিজিটে হাজির খোদ এমএসভিপি বা উপাধ্যক্ষ। কথা বললেন পড়ুয়াদের সঙ্গে। র‍্যাগিং রুখতে তৈরি করে দিলেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। যেখানে থাকবেন খোদ প্রিন্সিপাল, এমএসভিপি ও ফ্যাকাল্টি অফ স্টুডেন্ট ডিনও। এছাড়াও প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের সাহস জোগাতে একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন এমএসভিপি।

গিরিবাবু লেনের প্রথম বর্ষের হস্টেলে সবেমাত্র পড়ুয়ারা ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের পরিচয় পর্ব চলছে। এমন সময়ই হস্টেলে সারপ্রাইজ ভিজিট শুরু করল মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি একাধিক পদক্ষেপের কথাও জানিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. অঞ্জন অধিকারী।

জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধেয় বৈঠকে বসেছিল মেডিক্যাল কলেজের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্যরা। সেখানেই ঠিক হয়, শুধু রোগী নয়, যারা ভবিষ্যতে রোগীর চিকিৎসা করবেন, তাদের দিকেও নজর রাখতে হবে। তাই হস্টেলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে হস্টেলে সারপ্রাইজ ভিজিট করবেন এমএসভিপি।

জনসেবায় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতে চায় নৈহাটির ব্যবসায়ী সমিতি। বৃহস্পতিবার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির ও বিনাব্যয়ে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ছিলেন নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়, পুরসভার সিআইসি সনৎ দে-সহ বিশিষ্ট জনেরা। সমিতির সহ-সভাপতি তথা কাউন্সিলর তিথি ব্যানার্জি বলেন, 'ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের চাহিদা মেটাতে রক্তদান শিবির করা হল। এদিন ৫০ জন রক্ত দেন।' সমিতির সক্রিয় সদস্যা উমা সাহা বলেন, 'আগামীদিনে তারা মানুষের সেবায় নিয়োজিত রাখতে চান।'

ওষুধে জেনেরিক নাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক, সরব আইএমএ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রেসক্রিপশন লেখার ক্ষেত্রে ড্রাগসের জেনেরিক নাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক। কেন্দ্রের এই নির্দেশের যে সমস্যা হতে পারে, তা নিয়ে সরব হল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বা আইএমএ। এটি ভারতীয় চিকিৎসা পেশাদারদের সর্বোচ্চ সংস্থা যেখানেবিভিন্ন বিশেষ বিভাগের ৪ লক্ষ চিকিৎসক রয়েছে। শুধু তাই নয়, ৩২টি রাজ্য শাখাও রয়েছে এই সংস্থার এবং স্থানীয় শাখার সংখ্যা ১৭৬০টি।

২০২৩ সালের অগস্ট জেনেরিক ড্রাগস সম্পর্কে যে নির্দেশনা জারি করা হয় সেই ব্যাপারে আইএমএর তরফ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। প্রেসক্রিপশন লেখার ক্ষেত্রে ড্রাগসের এর যে জেনেরিক নাম ব্যবহার করা কথা বলা হয়েছে তা নিয়ে সরব হয়েছে আইএমএ। কারণ, তাদের বক্তব্য এই নির্দেশ মানতে গেলে ক্ষতি হবে রোগীদের।

আইএমএ-র তরফ থেকে যে বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, এই নতুন নির্দেশিকা হল, 'রেলপথ ছাড়া ট্রেন চালানোর' মতো ব্যাপার। জেনেরিক ওষুধের প্রচারের জন্য কোনও নীতি বাস্তবায়নের আগে প্রস্তুতকারকদের ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।

প্রসঙ্গত, এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক ডাক্তারকে সুস্পষ্টভাবে লেখা জেনেরিক নাম ব্যবহার করে ওষুধ লিখতে হবে।' এই রীতি শুধুমাত্র থেরাপিউটিক ওষুধের জন্য শিথিল করা যেতে পারে বলে মনে করছে আইএমএ। নির্দেশিকায় এও বলা হয়েছে যে, জেনেরিক ওষুধগুলো ব্র্যান্ডেড ওষুধের চেয়ে গড়ে ৩০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ সস্তা। এভাবে জেনেরিক ওষুধের নাম প্রেসক্রিপশনে লিখলে স্বাস্থ্যসেবা খরচ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এই নতুন নির্দেশিকা ডাক্তারদের একটি ওষুধের নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড লেখার অনুমতি না দেওয়ার মানে ক্রেতা ফার্মাসিস্টের স্টকে থাকা একইজাতীয় অন্য যে কোনও ওষুধ কিনতে পারবেন। যদি একটি ফার্মেসিতে ওষুধের জেনেরিক সংস্করণ না থাকে, সেখানে ব্র্যান্ডেড ওষুধ কিনতে ক্রেতাকে বাধ্য করানোর দায়িত্ব ফার্মাসিস্টের ঘাড়ে চলে যাবে। জেনেরিক ওষুধ বিক্রিতে তেমন লাভ থাকে না। তাই বহু ফার্মাসিস্টই জেনেরিক ওষুধ স্টক করেন না। এই ব্যাপারে আইএমএ-র বক্তব্য, ওষুধ যতই ভালো হোক না কেন, ভাল লাভের মার্জিন আছে, দোকানগুলো এমন ওষুধের প্রচারই বেশি করে। উপরন্তু, ডাক্তাররা বলছেন যে রোগীর কোন ওষুধ খাওয়া উচিত, এই ব্যাপারে সরকারি নির্দেশিকার জেরে তাঁদের মতামত ধাক্কা খাবে। ফলে, চিকিৎসার গুণমান তলানিতে ঠেকবে। এরই পাশাপাশি সরকার এবং এনএমসি'কে বিদ্ধ করে আইএমএ-র তরফ থেকে সংগঠনের সভাপতি ডাঃ শরদকুমার আগরওয়াল এবং সেক্রেটারি জেনারেল প্রশ্ন তোলেন, 'তাহলে, সরকার ওষুধ কোম্পানিগুলিকে ব্র্যান্ডেড ওষুধ তৈরির ছাড়পত্র দিচ্ছে কেন? কেনই-বা ব্র্যান্ডেড, ব্র্যান্ডেড জেনেরিক এবং জেনেরিক আলাদা আলাদা দামে বিক্রির অনুমতি দিচ্ছে? জেনেরিক বাদে বাকি সব ওষুধ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না কেন?' একইসঙ্গে ওই বিবৃতিতে অবিলম্বে নয়া নীতিমালা কার্যকর করা থেকে পিছিয়ে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে কেন্দ্রকে।

সম্পাদকীয়

আদালতের নির্দেশের পরেও ঘৃণার আগুন ছড়িয়ে পড়ছে এদিকে থেকে ওদিকে

গত ৩১ জুলাই হরিয়ানার নুহতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধে। প্রাণ যায় ছ'জনের। এই নিয়ে হরিয়ানা গত দু'সপ্তাহ ধরে বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বিজেপি সরকারের নাকের ডগাতেই এসব ঘটে চলেছে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে রবিবার সেই নুহতেই সমাবেশ করতে চেয়েছিল হিন্দুত্ববাদীরা। পুলিস অনুমতি না দেওয়ায় ৩৫ কিমি দূরের এক জেলায় মহাপঞ্চায়েতের আয়োজন হয়। প্রশাসনের সাফাই, সেখানে কোনওরকম ঘৃণাভাষণ দেওয়া যাবে না বলে শর্ত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওরা যে শাসকের অনুগামী। ওদের শরীরে যে ক্ষমতাসীনের গেরুয়াবসন। তাই শর্তকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুলিসের সামনেই একের পর এক বক্তা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ইচ্ছেমতো বিষোদ্গার করে যান। কেউ হাত কেটে নেওয়ার কথা বলেন, আর সেখানকার গোরক্ষক দলের এক আচার্যের রক্ত গরম করা ঘোষণা ছিল, 'এখন মরণ-বাঁচন পরিস্থিতি। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মেওয়াতে অবিলম্বে রাইফেলের লাইসেন্স চাই। অস্ত্র তুলে নিতে হবে। এফআইআরের পেলে চলবে না।' মহাত্মা গান্ধীর জন্যই মেওয়াতে মুসলিমরা রয়ে গিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন সেই আচার্য। সভা থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সেই নুহতেই ২৮ আগস্ট ফের শোভাযাত্রা হবে। গোটা অনুষ্ঠানটি পুলিসের সামনেই হয়েছে। যাবতীয় বিদ্বেষের মাত্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। অথচ বিজেপি সরকার একজনকেও গ্রেপ্তার করেনি! যেমন গতবছর বা তার আগের ঘৃণাভাষণদাতারা বহাল তবিয়তে থেকে বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছেন। এ লজ্জার হাত থেকে বৃহত্তর গণতন্ত্রের দেশকে বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্ট বারবার সতর্ক করেছে কেন্দ্রকে। একাধিক নির্দেশও দিয়েছে। হরিয়ানাকাণ্ডের জেরে মাত্র দু'দিন আগে কেন্দ্রকে কড়া বার্তা দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। দেশজুড়ে ঘৃণাভাষণের উপর নজর রাখতে কেন্দ্রকে কমিটি করতে বলা হয়েছে। গতবছরের আগস্ট মাসে ঘৃণার ভাষণকে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় বলে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বলেছিলেন, এই ধরনের ঘটনায় পদক্ষেপ করতে দেরি হলে তা আদালত অবমাননার শামিল হিসেবে ধরা হবে। পর্যবেক্ষণে বিচারপতিরা মন্তব্য করেছিলেন, একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে কোথায় পৌঁছে গিয়েছি আমরা? চলতি বছরের এপ্রিলে অন্য এক মামলায় নির্দেশ দিয়ে সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল, কেউ কোনও ঘৃণা বা হিংসাত্মক ভাষণ দিয়েছে কানে এলে পুলিস প্রশাসনকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। অভিযোগ দায়ের হওয়ার অপেক্ষায় থাকলে চলবে না। ঘটনা হল, সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণাভাষণের কোনও বিরাম নেই, ৪৮ ঘণ্টা আগে হরিয়ানার ঘটনাই তার সাক্ষ্য বহন করছে। দেখা যাচ্ছে, কোনও আইন, আদালতের কোনও নির্দেশই শাসকদের কার্যত দমিয়ে রাখতে পারছে না। উল্টে যতদিন যাচ্ছে, ঘৃণার আগুন ছড়িয়ে পড়ছে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। সত্যিই আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি?

জন্মদিন

আজকের দিন

গুলজার

১৯৩৬ *বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার গুলজারের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সন্দীপ পাটিলের জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নির্মলা সীতারমনের জন্মদিন।*

র‍্যাগিং এর সেকাল-একাল

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নানারকম গার্হস্থ্য হিংসা, মেয়েদের ওপর সংসারের র‍্যাগিং, আজও যা নানান রূপে ঘটে, তার পেছনে যে সেই দৃষ্টিভঙ্গিই। প্রহৃত মেয়েটিকে নিয়ে মেয়েরাই বলে, বিয়েটা দুমাস আগে করে ফেললে, এইসব কিছুই হতো না! আমার মা যে মহিলা কলেজে পড়তেন , সেই মেয়েটিও সেখান থেকে। কেন এমন হয়, বেশ ক্ষিপ্ত হয়েই সেই সময়ে মা কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মেয়েদের সংহতির কথা বুঝিয়েছিলেন, তাঁদের সময়ের যেটা জ্বলন্ত সমস্যা। সবাই উদ্বাস্তু, এবং পার্ক সার্কাসের কাছে সেই কলেজের হোস্টেলের সুনাম শুনেই একই জেলার, একই জায়গার মেয়েরা একসঙ্গে থাকবে বলে...

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুঃখজনক মৃত্যুটি নিয়ে কত কথাই তো চলছে এদিকে সেদিকে মুদ্রিত সংবাদপত্র থেকে সামাজিক মাধ্যম, সরগরম। কেউ বলছেন, ম্যানহোলের ঢাকনা যেন খুলে গেছে। ব্যক্তিগত ব্যথাবেদনা, তথা হতাশা থেকে নিজের খারাপ অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চাইছেন কেউ, কেউ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করছেন, চান্স পেয়েছিলাম, কিন্তু যাইনি! পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার খোপ কাটা কোটরে বসে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে নানারকম, এর শেষ কোথায়? ন্যায়বিচার হবে? হাজারো রকম বিচ্ছিন্নতায় এলোমেলো সমাজে কতরকম স্বার্থের সুতো নিজের ধান্দায় কাজ করে যায়। শুধু একটি ছাত্রের মৃত্যুতেই, একটি ঘটনার সমাধানেই কি এর শেষ? খুঁজবো না, বিষবৃক্ষের শেকড় কোন গহনে নিহিত?

এই প্রতিবেদক এই শহরেরই নিতান্ত মধ্যবিত্ত নাগরিক, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, কোনও স্তরেই তাকে ছাত্রাবাসে থাকতে হয়নি। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যাওয়া দাদা ও বন্ধুদের কাছে র‍্যাগিং এর নানারকম বিবরণ সে শুনেছে। চিরকালই ব্যাপারটা যেন ওপেন সিক্রেট একরকম। এখন যা সব শোনা যাচ্ছে, প্রায় সেইসবই। এক প্রজন্ম আগে প্রকাশ্যে কেউ বলাবলি করত না। বিখ্যাত আই আই টি থেকে র‍্যাগিং সয়ে রোগা হয়ে ফেরা কাজিন দাদার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা জেনেছিলাম আমাদের কমন শিক্ষকের কাছে। বাড়িতে সে সবটা বলেনি ! এদিকে কলেজবেলায়, পথেঘাটে কি বাড়িতেও , কোনও বিষয়ে বোকামি বা ক্যাবলামি করলে বড়োরাই বলেছেন, পড়তে যদি অর মতন অমন র‍্যাগিং এর পাল্লায়, এক ধাক্কায় মানুষ হয়ে যেতে ...

মানুষ যখন হই নি পুরোপুরি, স্মৃতি থেকে বছর চল্লিশ আগেকার সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরই ঘিরে ঘটে যাওয়া ব্যাপারস্যাপারই কিছু বলি। পুরুষ-নারী, সিনিয়র-জুনিয়র, কি গরীব বড়োলোকের সমস্যা বলে পুরোপুরি চিহ্নিত করা চলে না, তবে নানান সামাজিক স্তরে ভাবনাচিন্তার প্রকারভেদ তো ঘটেই! পার্ক স্ট্রিটের প্রান্তে সুবিখ্যাত সাহেবি কলেজটি সেই সময়ে অল্প ক-বছর হোল কো -এড হয়েছে। কফি হাউসের আড্ডায়, আদ্যোপান্ত ছেলেদের স্কুলে পড়ে আসা সহপাঠী সে প্রসঙ্গে এমন একটা অশালীন মন্তব্য করলো, যে উঠে অন্য টেবিলে চলে গেলেন এক দাদা। আমার যে মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছিল, দেখে পরে তিনি বুঝিয়েছিলেন, ভালো স্কুল কলেজে পড়লেও, শিক্ষা -দীক্ষা সবার তো সমান হয় না! ছোটবেলা থেকেই সবখানে যদি কো-এড সিস্টেম চালু থাকতো , তবে আগুনের গোলার মতন তৈরি হয়ে উঠত আমাদের ঘরের ছেলেরা। মেয়েদের জড়িয়ে ফালতু ভাবনায় সময় নষ্ট করতো না। মানুষ কেন খেতে পায় না, কেন আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছে এভাবে, চোখ যেত এইসব অসঙ্গতির দিকে...

সেই সময়েই, পার্ক স্ট্রিট কবরস্থানের ভেতর, নিথর অপরাহ্নে একটি বিটকেল ব্যাপার ঘটেছিল । গ্রাম থেকে আসা একটি ছেলের চারজন সহপাঠিনী , নিঝুম এক প্রান্তে নিয়ে যায় তাকে। ঊর্ধ্বাঙ্গ বসনমুক্ত করে বলে, এবার আমাদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করো! ছেলেটি অসম্ভব ঠাণ্ডা মাথার। ধীরে ধীরে সরে গিয়ে, কলেজে ফিরে, যথাস্থানে লিখিত নালিশ জানায়। সাসপেন্ড হয় চারটি মেয়েই। অলমতিবিস্তারেন...

কাছাকাছি সময়েই, শতাব্দী প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা মনে আসে। ইংরেজি কাগজে বেশ জমিয়ে, রসিয়ে ছাপা হয়েছিল খবরটা, আর বাংলা দৈনিকে ছোট করে। যদিও লোকে বলে, বাংলা কাগজ গপ্পো বানায় বেশি! অনেকরকম সুতোর টানে আমরা নাচি, বললাম না? সহপাঠিনীকে চড়। ব্যাপারটা ঘটে যাবার সাতদিন পর, কারও কারও মনে হোল, আরে, ছেলেটা দিব্যি পার পেয়ে গেল যে, ওরে তোরা একটা কিছু কর! তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিবের রাইটার্স কক্ষে সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সঙ্গে বসতো আড্ডার আসর। সচিবের কন্যা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ক্লাসেই পড়ে তখন! বিখ্যাত স্কুল কলেজের মেয়েরা মিলে একটা দল তো হয়েই যায়! ছেলেরা, কোথাওই নেই প্রায়। যে কতিপয় ছেলেরা গ্রাম থেকে পড়তে আসে, তারা অধ্যাপকদের সঙ্গে ঢোকে আর তাঁদেরই সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হয় দুই ক্লাসের মাঝে। অমনেই, মাঝের সময়ে ঘটে যাওয়া দুঃসাহসিক ব্যাপারটা দেখে, তাদেরও ঠ্যাং কেঁপেছে। মেয়েদের তেজ তো বাস্তবিকই বেশি! তবে, এই প্রতিবেদকের ধারণা, হাইফাই ঝিঞ্চ্যাক শহুরে ছেলেরা অল্প হলেও, ইংরেজি কি কমার্সের ক্লাসে দেখা যায়। যে ছেলেটি ওই কাণ্ড ঘটিয়েছিল, সে গ্রাম বা শহরের কোনও দলেরই নয়। নিতান্তই সাধারণ নিরীহ ছেলে। ওই যে, কোনও দলে না থাকাটাই হয়তো মুশকিলের! শহরের নামি কলেজ থেকে এসেছিল বলেই তো জানি! বিষয়টা কাটা ছেঁড়া করতে গিয়ে তার কলেজের মেয়েরাই বুঝিয়েছে,নিজের হাতে আইন তুলে নেবার মতন বোকামি না করে, আমাদের তো বলতে পারতি, তোকে ঠিক কি করেছে; আমরা তো একটা সমাধানের ব্যবস্থা করতে পারতাম! এইখানেই যে গোলমালটা। নিজেকে দিয়েই বুঝি, মেয়েরা কি ধরণের দুষ্টুমি দলবদ্ধভাবে করতে পারে, সে কি একটা ছেলে বলতে পারে সমবয়সি মেয়েদের? মেইল ইগো বলে একটা গোঁয়ার ব্যাপার আছে না?

ছাত্র সংসদ থেকে অবশ্য সব্বার সামনে ঘোষণা করা হয়েছিল, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে তারা চুপ করে বসে থাকবে না। এটাকেই প্রচ্ছন্ন হুমকি গণ্য করে, ইংরেজি দৈনিকে গপ্পো লেখা হয়, প্রতিবেদনের নামে। দুদিন বাদে খুব ছোট্ট করে সংশোধনী ও বেরোয় অবশ্য। উপাচার্য, সচিব, অধ্যাপক, বিস্তর লক্ষঝম্প হয় সব মহলে। পূজার ছুটি পড়ে যায়, আর তার পরই সেই আক্রান্ত মেয়েটি সিঁথিতে সিঁদুর পরিহিতা সালংকারা সুসজ্জিতা রূপে এলে চারিদিকে বিস্তর হাহাহিহি হতে থাকে। গল্পের গরুরা গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়। এখানেও মেয়েদের তেজ খুব বেশি, অনুভব করি। তবু, নিছক নারী পুরুষ সমস্যা নয়, গোলমালটা দৃষ্টিভঙ্গির। সামাজিক অবস্থানের। তখনকার মতন, এখনও তাই মনে করি। বাস্তব যাই হোক, পারিপার্শ্বিক ধরে নেয়, গণ্ডগোলটা শুরু মেয়েদের থেকেই।

নানারকম গার্হস্থ্য হিংসা, মেয়েদের ওপর সংসারের র‍্যাগিং, আজও যা নানান রূপে ঘটে, তার পেছনে যে সেই দৃষ্টিভঙ্গিই। প্রহৃত মেয়েটিকে নিয়ে মেয়েরাই বলে, বিয়েটা দুমাস আগে করে ফেললে, এইসব কিছুই হতো না! আমার মা যে মহিলা কলেজে পড়তেন , সেই মেয়েটিও সেখান থেকে। কেন এমন হয়, বেশ ক্ষিপ্ত হয়েই সেই সময়ে মা কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মেয়েদের সংহতির কথা বুঝিয়েছিলেন, তাঁদের সময়ের যেটা জ্বলন্ত সমস্যা। সবাই উদ্বাস্তু, এবং পার্ক সার্কাসের কাছে সেই কলেজের হোস্টেলের সুনাম শুনেই একই জেলার, একই জায়গার মেয়েরা একসঙ্গে থাকবে বলে...

সে যে আবার অন্যরকম গল্প। আমাদের প্রজন্ম, বা তার পরের ছেলেমেয়েরাও অমন জ্বলন্ত রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় সংকট অনুভব করেনি বলেই কি শত্রু মিত্র বুঝতে ভুল করেছে? আত্মবিষে নীলকণ্ঠ হয়ে, দংশন করছে নিজেদেরই? শুভ বোধ জাগ্রত হোক!

পালকি চলে গগন তলে

সুপ্রিয় দেবরায়

'পালকি' কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট্ট বাহন। পালকির আকার-আকৃতি ছিল নানা রকম। অনেকসময় ছাদখোলা পালকিও দেখা গেছে। তবে আমাদের উপমহাদেশে পালকির চেহারা ছিল একটি কাঠের বাক্স বা সিন্দুকের মতো। দুই পাশে দুটো দরজা, কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢাকা। পালকির সামনে ও পেছনে এক বা দুটি করে হাতল থাকত। সেই হাতল কাঁধে রেখে বেহারা বয়ে নিয়ে চলেন পালকি। এই বেহারা-রা ছিলেন কাহারকুল। পালকির আকারের ওপর নির্ভর করে কজন বেহারা পালকির ভার বইবেন। দুই, চার, ছয় থেকে ষোলো বেহারার দল পালকি বয়ে নিয়ে যেতেন মাইলের পর মাইল, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে।

'দোলা হে দোলা হে দোলা হে দোলা / আঁকা-বাঁকা পথে মোরা / কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই / রাজা মহারাজাদের দোলা, ও দোলা'; ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠে গাওয়া এই গানটি শুনলেই কিসের কথা মনে হয় আমাদের সকলের? পালকি, তাই না! এর পরবর্তী পংক্তি 'আমাদের জীবনের ঘামে ভেজা শরীরের / বিনিময়ে পথ চলে দোলা, হে দোলা' এবং বাকি গানটিতে অবশ্য তিনি পালকির বেহারাদের দুঃখভরা জীবনসংগ্রামের করুণ চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। যারা পালকি বহন করে তাদের বলে 'বেহারা' কিংবা 'কাহার'। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হাসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিতে দরিদ্র কাহার-সমাজের কথা ব্যক্ত করেছেন। উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই তিনি গ্রামীণ বাংলার জীবন, জমিদারী ব্যবস্থার বাস্তবতা (যা বাংলার সামাজিক বৈষম্যের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী ছিল) ও পাশাপাশি সময়ের সাথে সামাজিক ধারণার পরিবর্তনগুলিকে তুলে ধরেছেন। বাঁশবাদি গ্রামে কাহার জাতির লোকেরা বাস করত। কাহারেরা দুটি পাড়ায় বিভক্ত ছিল। বেহারা পাড়া এবং আটপৌরে পাড়া। বেহারা পাড়ার লোকেরা পালকি বহন করত। আর আটপৌরেরা চাষবাসের কাজে নিযুক্ত ছিল। অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এই কাহারদের জীবনাচরণ, মুখের ভাষা, অন্তরের আবেগ-অনুভূতি, একটুকু বিকৃত না করে উপন্যাসে রূপ দেওয়া; তারাশঙ্করের এক অনন্য কীর্তি।

'পালকি' কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট্ট বাহন। পালকির আকার-আকৃতি ছিল নানা রকম। অনেকসময় ছাদখোলা পালকিও দেখা গেছে। তবে আমাদের উপমহাদেশে পালকির চেহারা ছিল একটি কাঠের বাক্স বা সিন্দুকের মতো। দুই পাশে দুটো দরজা, কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢাকা। পালকির সামনে ও পেছনে এক বা দুটি করে হাতল থাকত। সেই হাতল কাঁধে রেখে বেহারা বয়ে নিয়ে চলেন পালকি। এই বেহারা-রা ছিলেন কাহারকুল। পালকির আকারের ওপর নির্ভর করে কজন বেহারা পালকির ভার বইবেন। দুই, চার, ছয় থেকে ষোলো বেহারার দল পালকি বয়ে নিয়ে যেতেন মাইলের পর মাইল, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে। সত্যাজিৎ রায়ের আইকনিক চলচ্চিত্র 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এ পালকিটা ওপরের দিক খোলা আরামদায়ক চেয়ার সহিত অর্থাৎ সিংহাসনের মতো দেখতে ছিল। মনে আছে নিশ্চয়ই, বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বাঘা বলে উঠেছিল 'বাপরে বাপ, কী দাপট!' সত্যি সত্যিই দাপুটে লোকেরাই যে তখন পালকিতে চড়ত। ভূতের বরে প্রাপ্ত খাবার খাওয়া তখনও গুপি বাঘার শেষ হয়নি। তখনই দিগন্তে ধুলো উড়িয়ে হাজির একদল বেহারা। কাঁধে ছাদখোলা পালকি। ভিতরে বসে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের ওস্তাদ। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে বাঘা জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবে? অবহেলাভরে বাহকরা জানায়, শুণ্ডিতে। সেখানে গানের প্রতিযোগিতা হবে। যিনি জিতবেন তাঁকেই রাজা সভা-গায়কের চাকরি দেবেন। গুপি-বাঘা আরও কিছু প্রশ্ন করতে গিয়েছিল, কিন্তু বাহকেরা তোয়াক্কা না করে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলে। তখনই বাঘার বিস্ময় সূচক উক্তি, 'বাপরে বাপ, কী দাপট!' যারা দাপুটে জমিদার, কিংবা রাজা-মহারাজা; পালকিই ছিল সেই সময় তাদের অন্যতম বাহন। ঘোড়ার গাড়ি কিংবা ঘোড়া-হাতি থাকলেও সেইসময় পালকি ছিল ধনীদের আভিজাত্যের প্রতীক। মোগল আমলে রাজপরিবারের নারীদের মধ্যেও পালকি বেশ জনপ্রিয় ছিল। ইতিহাস বইয়ে আমরা অনেকেই পড়েছি, হুমায়ুন বাংলার শের শাহের কাছে পরাজিত হয়ে অল্প কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে গুজরাট-মহারাষ্ট্রের পথে-প্রান্তরে ফেরারি হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেইসময় হুমায়ুনের সন্তানসম্ভবা স্ত্রী হামিদা বানু বেগম তাঁর সাথে পালকিতে চড়ে সাথে সাথে ছিলেন। পালকিতে ঘুরতে ঘুরতেই গুজরাটের মরুপ্রান্তর উমারকোট-এ (অধুনা পাকিস্তানে, ৬০ কিলোমিটার দূরত্বে ভারতীয় সীমানা থেকে) সম্রাট আকবর জন্মগ্রহণ করেন।

পালকির ব্যবহার ঠিক কত আগে শুরু হয়, তা বলা মুশকিল। মিসরীয় সভ্যতার চিত্রলিপিতে পালকির ছবি পাওয়া গেছে। আধুনিক প্রযুক্তির যানবাহনের যুগে হারিয়ে গেছে হাজার বছরের গ্রামবাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক 'পালকি'। উপমহাদেশে পালকির প্রচলন কখন হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও বাল্মীকির রামায়ণে পালকির উল্লেখ আছে। সে হিসাবে আড়াই হাজার বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশে পালকির প্রচলন শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। পালকির সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠানের একটা যোগসূত্র আছে। আগেকার দিনে বিয়ের বরযাত্রায় পালকি ছিল একটি অবিচ্ছেদ্য প্রথা। বর পালকি চড়ে কনের বাড়ি যেত, আবার কনেও পালকি চড়ে শ্বশুরবাড়ি যেত। এ ছাড়া বাংলার সবুজ-শ্যামল মেঠোপথের এক সময়ের নিত্যদিনের বাহন ছিল এই পালকি। পালকি শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'পালঙ্ক' শব্দ থেকে। যার অর্থ শয্যা বা বিছানা। এটি মনুষ্যচালিত চাকাবিহীন বাহন। তখনকার সময় যান্ত্রিক যানবাহন না থাকায় অভিজাত শ্রেণি ও ধনী সম্প্রদায়ের প্রধান বাহন ছিল পালকি। সাধারণ মানুষ শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানে বর-কনের জন্য ভাড়া করা পালকি ব্যবহার করত। লর্ড ডালহৌসি দেশের প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেনটি উৎসর্গ করেছিলেন ১৬ এপ্রিল ১৮৫৩ সালে। প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেনটি বরিবন্দর (বোম্বে) এবং থানের মধ্যে ৩৪ কিলোমিটার দূরত্ব চলে এবং ৪০০ জন যাত্রী বহন করে। এটি সাহিব, সুলতান এবং সিন্ধু নামে তিনটি লোকোমোটিভ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং তেরোটি গাড়ি ছিল। চিন্তা করা যায়, আজ থেকে মাত্র আনুমানিক দেড়শ বছর আগেও মানুষের প্রধান যানবাহন ছিল ঘোড়া, হাতি, পালকি! কিন্তু সেটাও অভিজাত এবং ধনী সম্প্রদায়ের জন্য। সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটেই ক্রোশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে এক শহর থেকে আরেক শহর কিংবা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যেতেন। এরপর ১৯০০ শতকের আগ-পিছু থেকে স্টিমার, রেল, মোটরগাড়ির পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনে গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ির ব্যবহার বাড়তে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রও কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য পালকি ব্যবহার করতেন। বহরমপুরে যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মরত, পালকি চেপে তাঁর বাসস্থান থেকে যাতায়াত করতেন। ওনার 'বিষবৃক্ষ', 'দেবী চৌধুরাণী' ইত্যাদি উপন্যাসে পালকির উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহের জমিদারির ভারে ছিলেন, প্রজাদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য পালকি ব্যবহার করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতার সেই ছোট্ট ছেলেটির মা-ও চলেছিল পালকিতে চড়ে, 'মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে / মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে / তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে / দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে / আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে / টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে।' আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সেই গানটি কি আমরা কখনও ভুলতে পারি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তাঁর বিখ্যাত ছন্দের ছড়া 'পালকির গান।' অবলম্বনে 'পালকি চলে! / পালকি চলে! / গগন তলে / আগুন জ্বলে! স্তব্ধ গাঁয়ে / আদুল গায়ে / যাচ্ছে কারা / রৌদ্রে সারা —।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুন, আক্রান্ত স্ত্রী ও ছেলে, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: নির্দল না করায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল সিপিএম, বিজেপি ও নির্দলের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম গোবিন্দ মণ্ডল (৭৮)। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার কৈজুরী গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাদুরিয়া গ্রামে। ঘটনায় আক্রান্ত মৃতের স্ত্রী, ছেলে ও ছেলের স্ত্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। যদিও বিরোধীরা তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

হাড়োয়ায় তৃণমূলের নেতা খুনের পর ফের তৃণমূল কর্মী খুন স্বরূপনগরে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৫ অগস্টের দিন রাত্রিবেলা পিকনিক করছিল স্থানীয় সিপিএম, বিজেপি ও নির্দলের কর্মীরা। সেই সময় মদ্যপ অবস্থায় যুবকদের উদ্দাম নৃত্য ও মাইকের বিকট শব্দ সহ্য করতে না পেরে সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বছর গোবিন্দ মণ্ডল প্রতিবাদ করলে তাকে বেধড়ক মারধর করা

হয়। স্ত্রী বাধা দিতে আসলে তিনিও আক্রান্ত হন। আক্রান্তের ছেলে তৃণমূলের যুবনেতা সমীরণ মণ্ডলকেও মারধর করা হয়। বাবা, ছেলে ও মা তিনজনকে গুরুতর যখন অবস্থায় প্রথমে সারাফুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে গোবিন্দ মণ্ডলকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে ওই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয় হাসপাতালে। চিকিৎসাধীন তৃণমূলের যুব নেতা সমীরণ ও তার মা এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তারা হল অর্জুন মণ্ডল, সুজিত মণ্ডল, শংকর মণ্ডল। এই তিনজনকে এদিন বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের পুলিশে হেপাজতের নির্দেশ দেন। মৃতের পুত্রবধূর নবনীতা মণ্ডলের দাবি, তার শ্বশুরমশাই ও স্বামী সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাদেরকে নির্দল করার জন্য জোর করা হয়েছিল। তারা রাজি হয়নি। সেই ক্ষোভেই তার শ্বশুর মশাইকে পরিকল্পিতভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে।

মেদিনীপুরে জেলা প্রশাসনের চক্ষু শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসকের নির্দেশ মতো জেলা পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বাস ওমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত এই শিবিরে সরকারি এবং বেসরকারি বাসের চালক ও সহ চালকদের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। প্রায় শতাধিক বাসচালক ও সহচালকরা চক্ষু পরীক্ষা করান। উপস্থিত ছিলেন আরটিও তরুণ কুমার দত্ত, আরটিএ সদস্য মৃগাঙ্ক মাইতি, বিশ্বজিৎ মুখার্জি, পরিবহণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি পার্থ ঘনা সহ অন্যান্যরা।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, [illegible] দলিল নং [illegible] অ্যাডিশনাল [illegible] দোকান নং [illegible] থানা- বউবাজার [illegible] সংস্থার [illegible] মোদি, ডিরেক্টর [illegible] লিমিটেড [illegible] সময়ে হারিয়ে [illegible] ১৬.০৮.২০২৩ [illegible] ডায়েরি [illegible] তারিখ [illegible] যেকোনও ব্যক্তি [illegible] পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে পারেন বা দাবি করতে পারেন, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ১৭.০৮.২০২৩ আপনার বিশ্বস্ত,
সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর পক্ষে
মেসার্স সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
নর্থ উইং, ৫ম তল,
৭ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩-৪০০৭ ২৬২৩
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী বানওয়ারি লাল গুপ্তা, এবং শ্রী সঞ্জু গুপ্তা (পরবর্তীতে যৌথভাবে ডিরেক্টর হিসেবে উল্লিখিত) বর্তমানে **দাগার গার্মেন্টস প্রা. লি.** ডিরেক্টরগণ (পরবর্তীতেকোম্পানি হিসেবে উল্লিখিত), নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি হিসেবে ভারতীয় রিজার্ভ (আরবিআই) এর নিকট নথিভুক্ত উল্লেখ্য রেজিস্ট্রেশন [illegible] ... ডিরেক্টরগণ), বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণ, প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডারগণ এবং প্রস্তাবিত ডিরেক্টরগণের পক্ষে কোম্পানি কর্তৃক, যৌথভাবে ইস্যুকৃত।

দাগার গার্মেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক
স্বা/- **বনওয়ারি লাল গুপ্তা**
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ১৬.০৮.২০২৩ ডিন : ০০২২১১৮৬

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮৯৮০৮, ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৪৩০০২১
ওয়েবসাইট: jaibalaji@jaibalajigroup.com; ইমেইল: www.jaibalajigroup.com

বিজ্ঞপ্তি: জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য
বিষয়: ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করার জন্য

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে কোম্পানির ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') বৃহস্পতিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ দুপুর ১২.৩০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') বা আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') -এর মাধ্যমে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলির সঙ্গে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''দ্য অ্যাক্ট'') এর প্রযোজ্য বিধানগুলি এবং এর অধীনে তৈরি করা রুলসগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। উক্ত এজিএম আহ্বানের নোটিশ যথাসময়ে পাঠানো হবে।

প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সম্মতিতে, কোম্পানির ২৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে কোম্পানির সকল সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাঃ লিঃ, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)সাথে নিবন্ধিত আছে, অথবা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে। উপরে উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.jaibalajigroup.com**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড এর যথাক্রমে **https://www.nseindia.com** এবং **https://www.bseindia.com** -তেও পাওয়া যাবে।

সকল সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজুলেশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) -কে নিয়োগ করেছে ই-ভোটিং সুবিধা (''রিমোট ই-ভোটিং'') প্রদান করার জন্য। এছাড়াও কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে।

ফিজিক্যাল এবং ডি-ম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা কোম্পানিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এটি নিবন্ধন পেতে পারেন-
(১) ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের নাম উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র, ফোলিও নম্বর, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর,প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ) সহ **mdpldc@yahoo.com/jaibalaji@jaibalajigroup.com**-এ একটি ইমেল অনুরোধ পাঠাতে পারেন (২) ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে নিবন্ধন করতে পারেন।

উপরোক্ত বিষয়ে আরও তথ্য/স্পষ্টকরণের জন্য, সদস্যরা কোম্পানি/ কোম্পানির আরটিএ-কে উপরে উল্লিখিত ঠিকানা/ই-মেইলে লিখে জানাতে পারেন।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা **অজয় কুমার তাঁতিয়া**
তারিখ: ১৭.০৮.২০২৩ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

২৪'র লোকসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে বনগাঁয় বিজেপির মহামিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: লক্ষ্য ২০২৪, ডংকা, কাশি নিশান নিয়ে বিজেপির মহামিছিল মতুয়াগড় বনগাঁয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একাধিক বিধায়কের উপস্থিতিতে বনগাঁ সংগঠনিক জেলার বিজেপির পক্ষ থেকে ১৫ হাজার কর্মী সমর্থক নিয়ে বনগাঁ শহরজুড়ে মিছিল করা হয়। মতুয়া গড় হিসেবে পরিচিত বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রেকে ২৪ এর পাখির চোখ করে গেরুয়া শিবির ময়দানে নেমে পড়লেন। বৃহস্পতিবার বনগাঁ তে বিজেপির পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ সহ তৃণমূলের একাধিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ ও প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁ লোকসভার সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল, বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া, বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার, কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায়, গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর, হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। বনগাঁ মতিগঞ্জ মোড় থেকে এই মিছিলটি শুরু হয় বনগাঁ বিএসএফ ক্যাম্প মোড় হয়ে বাটার মোড় হয়ে বনগাঁ রামনগর রোডে মিছিলটি শেষ হয়। বনগাঁ রামনগর রোডে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি অস্থায়ী মঞ্চ করা হয়েছিল। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করেন বিজেপির জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। এছাড়াও একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব এই ভাষায় আক্রমণ করেন। এদিন রাজ্য সরকারকে নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন কেন্দ্রীয় জাহাজ ও প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তিনি বলেন, আইএনডিআইএ যে জোট হয়েছে সেই চটকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদায় দিতে হবে ভারতবর্ষ থেকে। আজকে যে জমায়েত প্রায় ১৫ হাজার মানুষের জমায়েত এই ১৫ হাজার বনগাঁবাসী আজকের দিনে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছে আগামী ২৪ লোকসভা নির্বাচনে শুধুমাত্র বনগাঁ নয় ভারতবর্ষ আরো একবার নরেন্দ্র মোদির হাতে তুলে দেওয়ার এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কথা বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। মতুয়া গড় বনগাঁর মাটিতে দাঁড়িয়ে ২০২৪ এর লোকসভা ভোটের প্রস্তুতির ডাক দিয়েছে বনগাঁ বিজেপি। যদিও এই দিনের এই মিছিলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল শিবির। পদ নিয়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ভরপুর, পদ নিয়ে মারামারি তাই একজন আজকে মিছিল করেছে অপরগোষ্ঠী আবার কবে করে সেদিকটা দেখতে থাকুন। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়েছে। আগামী ২৪ এর নির্বাচনে শুধুমাত্র বাংলা নয় গোটা ভারতবর্ষে জয়ের চিত্র দেখতে পাবেন।

যাদবপুর : মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস নিয়ে কটাক্ষ নওশাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানাঘাট: যাদবপুরে মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে রানাঘাটে দেখা করতে এসে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তদন্তের আশ্বাস নিয়ে কটাক্ষ করলেন ভাঙরের আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি বৃহস্পতিবার নদিয়ার রানাঘাটে মৃত ছাত্রের মামার বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

বুধবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সহ তৃণমূলের পাঁচ প্রতিনিধি দল দেখা করে গিয়েছেন মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে। শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং দোষীদের শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীর সেই প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও অনেক আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা আজ বিরোধী দল করছে।' এদিন দেখা করার পাশাপাশি নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, 'পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছে। তাঁর মা বারবার বলছিলেন ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু আমরা তো তা ফিরিয়ে দিতে পারি না। যারা এই ঘটনায় অভিযুক্ত তাদের কঠোরতম শাস্তি হোক সেটাও আমরা চাই।' সেই আশ্বাস পরিবারকে দিয়েছেন বলে জানান নওশাদ, একই সঙ্গে মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে থাকবে বলেও আশ্বাস দেন ভাঙরের বিধায়ক।

চারদিন বীরেন্দ্র সেতু বন্ধ, প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিকল্প ব্যবস্থা না করে, পরিকল্পনাহীন ভাবে একদিনের নোটিসে আচমকা কাঁসাই নদীর উপর বীরেন্দ্র সেতু বৃহস্পতিবার থেকে চার দিন বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দিল এসইউসিআই কমিউনিস্ট দল। দলের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, মেদিনীপুর শহরে রেললাইন বাদ দিলে এই একটিই মাত্র রাস্তা। যেটা দিয়ে প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ চিকিৎসার জন্য মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে আসেন এবং বহু ছাত্র ছাত্রী পড়াশুনার জন্য স্কুল কলেজে যাতায়াত করে এই একমাত্র রাস্তা দিয়ে। তাদের এই হয়রানি কমানো যেত প্রশাসন যদি পরিকল্পনা মাফিক আগে থেকে বিকল্প ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নিত। এসইউসিআই এর বক্তব্য, সেতু মেরামতের প্রশ্নে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু এই হয়রানি এড়ানো অসম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, অবিলম্বে প্রশাসনকে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মেদিনীপুর খড়গপুর শাটল ট্রেন ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে বাস যাতায়াতের আর একটি সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

রিজিওনাল [illegible] ২০১৩ সালের [illegible] কোম্পানি [illegible] বিষয় সম্পর্কিত

মেসার্স শাভারিয়া কমার্শিয়ালস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U18109WB1997PTC084763) [illegible] কলকাতা - ৭০০০০১ [illegible] এতদ্বারা [illegible] ২০২৩ [illegible] ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে [illegible] এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) [illegible] ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, [illegible] ৭০০০২০ [illegible] চৌদ্দ (১৪) দিনের [illegible] আবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
শাভারিয়া কমার্শিয়ালস প্রাইভেট লিমিটেড
সন্তোষ কুমার আগরওয়ালা
তারিখ-১৮.০৮.২০২৩ (ডিরেক্টর)
স্থান - কলকাতা ডিন- ০১৩১২৭৮০

হাড়োয়ায় তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: হাড়োয়ার তৃণমূল নেতা শেখ সাহেব আলি খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার অমৃত গাইন নামক এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে তাকে গ্রেপ্তার করে হাড়োয়া থানার পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত চলতি মাসের ১৩ তারিখ রবিবার হাড়োয়া থানার খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামলা গ্রামে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন খাসবান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের হাড়োয়া এক নম্বর ব্লকের খেত-মজুর সংগঠনের সভাপতি শেখ সাহেব আলি। ঘটনার পর থেকেই পুলিশি তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। যার জেরেই এই গ্রেপ্তার বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি জারি রেখেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা।

রাস্তার মাঝে গর্ত, নরক যন্ত্রণায় ভুগছে এলাকাবাসী, মেরামতের আশ্বাস প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত, নরক যন্ত্রণায় ভুগছে এলাকার মানুষজন। শুরু রাস্তা নিয়ে শাসক বিরোধী তরজা। তবে রাস্তা তৈরির আশ্বাস মিলেছে প্রশাসনের তরফে।

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের গড়েরডাঙা থেকে টাসুলি পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তার একেবারেই বেহাল অবস্থা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার করতে হয় এলাকার স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কৃষক এবং মুমূর্ষ রোগীদের, ফলে নরক যন্ত্রণার নিত্যদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। এলাকাবাসীরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছে অবিলম্বে তাঁদের এই কঙ্কালসার রাস্তা যাতে মেরামত হয়। কারণ এই রাস্তার ওপর নির্ভর করে রয়েছে ৭ থেকে ৮টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষজন।

বেহাল রাস্তা নিয়ে শাসক-বিরোধী একে অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি করতেই ব্যস্ত বলে অভিযোগ। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, 'ওই কাছে আবেদন করুন রাস্তা করে দেওয়ার।'

অন্যদিকে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি দেবপ্রিয় বিশ্বাস তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূলের ১২ বছরে ৮ কিলোমিটার রাস্তা করতে পারেনি, এরপরেও তারা বলছে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ সমস্ত কিছু দখল করে রেখেছে। সাংসদ এবং বিধায়ক রাস্তায় নেমে কাজ করতে পারেন না ওদের প্রশাসন সেটা ভালো করে জানে।' পাত্রসায়ের ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন

শিকারে পড়েন এলাকার সকল স্তরের মানুষজন। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষের যাতায়াত। রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত তার ওপর হাঁটু পর্যন্ত জল। গর্ত এবং জলকে উপেক্ষা করেই রাস্তাটার ওপরেই স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের বাড়ি। বিধায়কের দায়বর্তায় রাস্তা মেরামত করে দেওয়া, তবে এবার দেখি রাজ্য সরকারের প্রয়োজন পড়ে কিনা, বিধায়ক সাহেব রাজ্য সরকারের আধিকারিক নিবিড় মণ্ডল বলেন, 'ইতিমধ্যে বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি, তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এলাকার মানুষ সুরাহা পাবে।'

SKIPPER Limited
CIN: L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
ফোন : (০০৩) ২২৮৯ ২৩২৭/৫৭৩১, **ফ্যাক্স :** (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com,
ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

বিজ্ঞপ্তি

ক) এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, স্কিপার লিমিটেডের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বেলা ১১.৩০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং/ আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (ভিসি/ ওএভিএম)**-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যা ২০১৩ কোম্পানি আইনের বিধানাবলি ও তদধীন প্রণীত রুল এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'') যা মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (''এমসিএ'') কর্তৃক ইস্যুকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০ এবং এ সংক্রান্ত জারি করা পরবর্তী সার্কুলার, সর্বশেষ জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (এখানে সম্মিলিতভাবে ''এমসিএ সার্কুলারস'' হিসেবে উল্লেখিত) এবং সিকিউরিজিট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে, ২০২০, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/ সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে, ২০২২ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ (এখানে সম্মিলিতভাবে ''সার্কুলারস'' হিসেবে উল্লেখিত) -এর সঙ্গে পঠিত। সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে আসন্ন এজিএমে যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে পারেন যার ব্যবস্থা করেছে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)।

খ) উপরোক্ত সার্কুলারগুলিকে মান্যতা দিয়ে ৪২তম এজিএম আহ্বানকারী নোটিস (''নোটিস'') এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট-এর সফ্ট কপি ই-মেল যোগে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকেই পাঠানো হবে, যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (''এমডিপিএল'') ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে রেজিস্টার্ড আছে। এছাড়াও নোটিস পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com এবং সেইসমস্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে যথা www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে। ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার পদ্ধতি নোটিস ও বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সরবরাহ করা হবে।

গ) ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্য বা যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত নয় তারা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন, https://mdpl.in/ -এ আরটিএ -তে নিবন্ধিত করার পরে সেখানে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে।

ঘ) ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এবং যারা এখনও পর্যন্ত তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য তাদের আদেশ আপডেট করেননি যেকোনও আরবিআই অনুমোদিত ইলেকট্রনিক পেমেন্ট মোডের মাধ্যমে তারা আরটিএ -এর সাথে https://mdpl.in/ -এ নিবন্ধন করতে পারেন নির্দেশাবলী উল্লিখিত।

অবশ্য, কোম্পানি যদি লভ্যাংশ প্রাপ্যতা আরবিআই অনুমোদিত বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে সরাসরি ট্রান্সফার করতে অসমর্থ হয় তবে সেইসব সদস্যকে কোম্পানি ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট পাঠাবে ডাক পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার পরে।

ঙ) ডিম্যাট মোডে শেয়ারধারী সদস্যরা তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস ও ব্যাঙ্ক ম্যান্ডেট সরাসরি তাঁদের স্ব-স্ব ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের হালনাগাদ করাবেন।

চ) কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ১০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪২ -এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অনুসারে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বই **১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বুধবার থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার** পর্যন্ত (উভয়দিন-সহ) বন্ধ থাকবে এজিএম -এর উদ্দেশ্যে এবং এজিএমে অনুমোদিত হলে লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্যদের নাম নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে।

এমসিএ এবং সেবির ইস্যু করা প্রযোজ্য সার্কুলারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই নোটিস কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের জ্ঞাতার্থে ও সুবিধার্থে ইস্যু করা হল।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা অনু সিং
তারিখ: ১৮ অগস্ট, ২০২৩ (কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়ান্স অফিসার)

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
জগাছা শাখা
আশীর্বাদ, মহিয়ারী রোড, দর্শা বিবেক ভিল,
জি.আই.পি কলোনি, জগাছা, হাওড়া, পিঃবঃ ৭১১১১২

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮.০৫.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স সি এম এ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী : শ্রী মহুয়া রায়,** ধারসা মনসাতলা, জিআইপি কলোনি, হাওড়া - ৭১১১১২, পশ্চিমবঙ্গ এবং আরও **শ্রী মহুয়া রায়** আশীর্বাদ ভবন, ধারসা চৌধুরী পাড়া, মনসাতলা বাজার, জিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া - ৭১১১১২, পশ্চিমবঙ্গ **(২) শ্রী অংশুমান রায় (জামিনদাতা)** আশীর্বাদ ভবন, ধারসা চৌধুরী পাড়া, মনসাতলা বাজার, জিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া - ৭১১১১২, পশ্চিমবঙ্গ-কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১১,৭২,৮৪৭.৩২ টাকা (এগারো লাখ বাহাত্তর হাজার আটশ সাতচল্লিশ টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১৪ আগস্ট, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১১,৭২,৮৪৭.৩২ টাকা (এগারো লাখ বাহাত্তর হাজার আটশ সাতচল্লিশ টাকা এবং বত্রিশ পয়সা)** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০১, দ্বিতীয় তলে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ৫৫৫ বর্গ ফুট কমবেশি এবং জমির সমপরিমাণ ভাগ অংশ এবং সাধারণের সুবিধা, পরিষেবা এবং সংশ্লিষ্টস্থিত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় ফিক্সিং এবং ফিটিংস এর ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, উক্ত ফ্ল্যাট তিনতলা ভবনের ''বি'' ব্লকে, জমির প্রেমিসেস মৌজা-সাঁতরাগাছি, দাগ নং ১১৭৩, খতিয়ান নং ৭১৫, জেএল নং ৪, ওয়ার্ড নং ৪৮, থানা - জগাছা, জেলা-হাওড়া, রামরাজাতলা স্টেশন রোড, হাওড়া - ৭১১১০৪, ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। ফ্ল্যাট **শ্রী অংশুমান রায়ের** নামে এবং উক্ত প্রেমিসেস/ সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : দাগ নং ১১৭৩ অধীন জমির অংশ দক্ষিণে : রামরাজাতলা স্টেশন রোড
পূর্বে : হাওড়া পৌর সংস্থার নিকাশি
পশ্চিমে : ৭ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ এবং বিশ্বনাত শেঠ এবং অন্যান্যের ভবন সমন্বিত।

স্থান: জগাছা অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৩ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮/৮৮৭,
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতার নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **অলিম্পাস** **স্বত্বাধিকারী :** **শ্রী শুভজিৎ বণিক** **এবং** **শ্রী তড়িৎ কুমার বণিক**	**১. ০৭.০৮.২০২১** **২. ১৪.০৮.২০২৩** **৩. ১৮,৪৭,৩০১.০০ টাকা** ০১.০৩.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	আরটিএস শেড সহ রাজস্ব মুক্ত বাস্তু জমির সমস্ত ৪ (চার) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক কম বেশি থেকে ২ (দুই) কাঠা ৫ (পাঁচ) ছটাক। প্রেমিসেস নং ১৫৩, ব্রাহ্মসমাজ রোড, থানা - বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪ সিএস দাগ নং ৬৪৮৮, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, মৌজা - বেহালা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোল্ডিং নম্বর ১৬৭/১৪১, ওয়ার্ড নং ১৩০ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধিক্ষেত্র অধীন, দক্ষিণ সুবার্বন ইউনিট তৎসহ সমস্ত এবং একক কাঠামো এবং ইমারত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয়ই।
২.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য** **সহ-ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি দীপমালা ভট্টাচার্য**	**১. ২৯.০৫.২০২৩** **২. ১৪.০৮.২০২৩** **৩. ৬৯,৮৫,২৬২.০০ টাকা** ১০.০৮.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	৫ম তলে আবাসিক ফ্ল্যাটের সকল অংশ, পূর্ব দিকে ফ্ল্যাট নং ৮, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৬০ বর্গফুট একসাথে ২ কাঠা এবং ২৭ বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে কম বেশি একই প্রেমিসেস নং ২১এ/১এ, অতুল সুর রোড, থানা - ট্যাংরা, কলকাতা - ৭০০০১৫, ওয়ার্ড নং ৫৮, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মিউনিসিপ্যাল লিমিটের অধীনে, সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে শিয়ালদহ, জেলা ২৪-পরগনা (দক্ষিণ) সহ একটি গ্রাউন্ড সহ চার তলা বিল্ডিং স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। সংশ্লিষ্ট জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৪১এ, অতুল সুর রোড, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৩১/১০, ক্রিস্টোফার রোড, পূর্বে : আর.টি. শেড প্রেমিসেস নং ২১বি, অতুল সুর, পশ্চিমে : প্রায় ৭০ ফুট চওড়া অতুল সুর রোড।

স্বা/-
তারিখ : ১৮.০৮.২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

আরামবাগে সৌজন্যের রাজনীতিতে বিজেপি নেতার অনুরোধে কাজ ফিরে পেল তিন কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সৌজন্যের রাজনীতির নিদর্শন দেখল আরামবাগবাসী। বিজেপি নেতার আবেদনে সারা দিলেন আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী। অবশেষে বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ ও বিমান ঘোষের হস্তক্ষেপে তিন বিজেপি কর্মী কাজ ফিরে পেল। আরামবাগ পুরসভা থেকে বসিয়ে দেওয়া হয় তিন জন সাফাই কর্মীকে। বিজেপি করার অপরাধেই নাকি বসিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর বিজেপি নেতৃত্ব বিষয়টি জানতে পারে এবং আরামবাগ পুরসভায় এদিন গিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে। তারপর চেয়ারম্যানের আশ্বাসে ওই তিন কর্মী কাজ ফিরে পায়। জানা গেছে, গত ৮ অগস্ট থেকে কোনও নোটিশ ছাড়াই তাদেরকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমস্যায় পড়ে যায় কর্মীরা। কেননা পরিবারে স্ত্রী ছেলে ছাড়াও রয়েছেন বাবা মা। এরপর তারা বিষয়টা জানায় সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিমান ঘোষ ও কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষকে। বৃহস্পতিবার সকালে বিমান ঘোষ তিনি পুরসভায় গিয়ে চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারীর সঙ্গে কথা বলেন এবং বিষয়টির সমাধান হয়। তবে বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, তাদের কর্মীরা বিজেপি করার জন্যই তাদেরকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানোউতোর। তিনজন অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের মধ্যে ছিলেন বাসুদেব গাঙ্গুলি, আজাদ হরিজন ও গণেশ হাঁড়ি। তাদের বাড়ি পুরসভার সমীর ভান্ডারী বলেন, ছেলেগুলো কাজ করছিল না। আমাদের পুরসভার এক কর্মী শ্যাম বসিয়ে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আজকে পুরসভা এসে যিনি চেয়ারম্যান আছেন তার সঙ্গে কথা

২ নং এবং ৩ নং ওয়ার্ডে। কাজ ফিরে পেয়ে খুশি তিনজন কর্মী। এ প্রসঙ্গে বিরোধী বিজেপি কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, আমি পুরমণ্ডলের দায়িত্ব পেয়েই বলেছিলাম কোনও কর্মীর কোন অসুবিধা হলে দল তাদের পাশে থাকবে। সেটাই আমরা দলগতভাবে কর্মীদের জন্য করলাম। অপরদিকে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান দিয়েছিল। তাদের জন্য বিমান এসেছিল। বিমানকে বললাম ভাই তোমার সম্মান রাখলাম। এরপর যদি হয় আমি আর তোমার সম্মান রাখতে পারব না। অপরদিকে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, আমাদের তিনজন বিজেপির কর্মী আরামবাগ শহর মণ্ডলের পুরসভায় কাজ করে অস্থায়ী হিসেবে। গত চার দিন আগে তিনজনকে কাজ থেকে বলি। কেন কাজ থেকে ছাড়ানো হয়েছে। কি কারণে ছাড়ানো হয়েছে। কাজের মধ্যে রাজনীতি আসবে না। রাজনীতি, রাজনীতির জায়গায় হবে। কারো পেটে লাথি মেরে রাজনীতি করে কোনও দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। চেয়ারম্যান আমার কথা শোনার পর তিনজনকে তাদের ফের কাজে জয়েন করানোর নির্দেশ দেন।

মালদার সিঙ্গাবাদ স্টেশনকে হেরিটেজ তকমা দেওয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিষেবা চালু করার দাবি উঠল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারতের শেষ রেলওয়ে স্টেশন হিসাবে পরিচিত মালদা সিঙ্গাবাদ স্টেশন। আর এই সিঙ্গাবাদ স্টেশন দিয়ে আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিষেবা চালু করার দাবিতে সরব হয়েছেন ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ। একটা সময় এই সিঙ্গাবাদ স্টেশনকে হেরিটেজ ঘোষণার উদ্যোগী হয়েছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী তথা বর্তমান এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এমনকী সেই সময় যাত্রী পরিষেবা দুই বাংলার মধ্যে চলাচলেরও উদ্যোগ নিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু আজ সেই পরিকল্পনা বিশবাঁও জলে। বর্তমান রেল মন্ত্রকের উদাসীনতার কারণেই এই সিঙ্গাবাদ স্টেশন থেকে ভারত - বাংলাদেশ যাত্রী পরিষেবা আজও চালু হয়নি বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। এই সিঙ্গাবাদ স্টেশনের পরেই রয়েছে ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত। ব্রিটিশ আমলে এই রেলপথ দিয়েই দুই বাংলায় পণ্যবাহী ট্রেন এবং যাত্রীবাহী ট্রেন দুটি চলাচল করত। কিন্তু আজ সেই সিঙ্গাবাদ ভুতুড়ে স্টেশন হিসেবে পরিণত হয়েছে।

সিঙ্গাবাদ স্টেশনটি মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর

গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। সিঙ্গাবাদ স্টেশনের সামনে রেল লাইনের ধারে ফলকে জ্বলজ্বল করছে বেশ কিছু লেখা।

কথিত আছে, এক সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে মালদার এই সিঙ্গাবাদ রেল স্টেশন হয়েই ট্রেনে ঢাকা গিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধির মতো অনেক মহান ব্যক্তিত্ব।

স্থানীয় প্রবীণদের বক্তব্য, সিঙ্গাবাদ স্টেশনটি ব্রিটিশ আমলের। ব্রিটিশরা যেভাবে ছেড়ে দিয়েছিল আজও সেরকমই আছে। এখনও এখানে কিছুই পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের শেষ রেলওয়ে স্টেশন, যা পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই সিঙ্গাবাদ রেলস্টেশনটি এনএফ রেলের কাঠিহার ডিভিশনের অধীনস্থ। রেলের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, স্বাধীনতার পরে ভারত ও পাকিস্তানের বিভক্তির জন্য স্টেশনটি জনশূন্য হয়ে পড়ে। এরপর ১৯৭৮ সালে এই রুটে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়। ওপারে বাংলাদেশের প্রথম স্টেশন রোহনপুর। এই স্টেশনে কোনও যাত্রীবাহী ট্রেন থামে না। তাই টিকিট কাউন্টার বন্ধ। কিন্তু এখানে শুধু সেই পণ্যবাহী ট্রেনগুলো থামে, যাদের রোহনপুর হয়ে বাংলাদেশে যেতে হয়। এই ট্রেনগুলি এখানে থামে এবং সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করে।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, বর্তমানে এরাজ্যের এনজিপি, কলকাতা হাওড়া থেকে বাংলাদেশগামী মৈত্রী এক্সপ্রেস বন্ধন এক্সপ্রেস চলাচল করছে। কাজেই আমরা আশা রাখছি আগামীতে এই সিঙ্গাবাদ স্টেশন দিয়ে যদি এই ধরনের আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে উত্তরবঙ্গের ব্যবসায় প্রসার আরো বৃদ্ধি পাবে।

উত্তর মালদা সাংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন, আমরা এই স্টেশনকে গুরুত্ব দিয়েই রেলমন্ত্রককে মালদার এই সিঙ্গাবাদ স্টেশন দিয়ে আন্তর্জাতিক ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে অনুরোধ জানাব।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, আমরা চাই এই স্টেশনকে হেরিটেজ তকমা দেওয়া হোক এবং এখান থেকে আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিষেবা চালু করা হোক।

মহিলার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত কালিবেলে গ্রামে। মৃতার নাম ঝুনি সর্দার, বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। স্থানীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় কিছু ব্যক্তি এক মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় ভিলেজ পুলিশকে জানায়। ভিলেজ পুলিশ ঘটনার কথা মেমারি থানায় জানালে, ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মেমারি থানা ও সাতগাছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

পরিবারের সূত্রে খবর, প্রতিদিনের মতো বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ কালনার মতিশ্বর বাজারে বেরিয়েছিলেন ওই মহিলা। রাত হলেও আর বাড়ি ফিরে আসেননি বলে দাবি। বৃহস্পতিবার সকালে মেমারি থানার অন্তর্গত কালিবেলে গ্রামের এক বাঁশবাগানে ওই মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মহিলার দুই সন্তানও রয়েছে। মৃতার বাপের বাড়ি কালনার নিভুজি এলাকায়। শশুরবাড়ি কালনা থানার অন্তর্গত সুলতানপুরে। মেমারি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত্যুর কারণ খুঁজতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ।

উত্তরপাড়ায় মাখলা বিবেকানন্দ ক্লাবের ৭১তম দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজোর উদ্বোধন পুর চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: প্রায় দু'মাস পরই দুর্গাপুজো, এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু হল। খুঁটিপুজোর মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের দিন হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে খুঁটিপুজো করে সূচনা করা হল, সঙ্গে ঢাকের বাজনা। এই খুঁটিপুজোর উদ্বোধন করলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব। বড় খুঁটিকে সাজিয়ে পুরোহিত পুজো করার পর মাটিতে পোঁতা হল। পুর চেয়ারম্যান খুঁটি মাটিতে বসিয়ে উদ্বোধন করলেন।

উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব। এলাকার কাউন্সিলর অর্ণব রায় সহ বিশিষ্ট অতিথিরা ক্লাবের পক্ষ থেকে অতিথিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সঙ্গে দুই সাংবাদিককে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানান, মাখলা বিবেকানন্দ ক্লাবের পুজো এবার ৭১তম বর্ষে পড়ল। প্রত্যেক বছর এরা খুব ভালো পুজো করে ও থিমের ওপর জোর দেয়। ক্লাব কর্তারা বলেন, 'এবার কেরালার ওপর থিম তৈরি করে পুজো হবে। সেই সঙ্গে আমরা পরিবেশের ওপর নজর দিয়ে থাকি। সাধারণ মানুষের প্রত্যেকবার আগ্রহ থাকে আমাদের পুজোর ওপর আমরা সেটা সার্থক করার চেষ্টা করি।'

বধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ তৃণমূল নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে। বর্ধমান মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গৃহবধূ। বর্ধমান -১ নম্বর ব্লকের মির্জাপুর এলাকার এক গৃহবধূকে ধর্ষনের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, গত মঙ্গলবার বাড়িতে ঢুকে শারীরিক অত্যাচার করার পাশাপাশি গণধর্ষণ করেন তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। এরপর অচৈতন্য অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসার পর ওই গৃহবধূ বর্ধমান মহিলা থানার দারস্থ হন। অভিযোগ উঠেছে এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বপন দাসের বিরুদ্ধে। রীতিমতো অভিযোগ তোলার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, গৃহবধূর অভিযোগ বপন দাস তাঁকে হুমকি দিয়েছে পুলিশ উকিল সব নাকি তাঁদের হাতে।

পাশাপাশি বর্ধমান ১ নং ব্লকের সভাপতি ও বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থা পরিষদের চেয়ারম্যান কাকলি গুপ্ত তা-র দাবি, এই মহিলার বাড়ি পালিতপুরের রাজার দিঘির পাড় এলাকায়,প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে পুরুষ মানুষদের আনাগোনা ছিল, সেই কারণে তাঁকে সেই গ্রাম থেকে বিতারিত করেন গ্রামবাসীরা। পরে মির্জাপুরে গিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিলেন এবং রীতিমতো সেখানেও পুরুষদের আনাগোনা থাকায় এলাকার মানুষ প্রতিবাদ করেন। সেই কারণেই এলাকার বেশকিছু তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে সাবধান করেন। ওই মহিলা কথায় কথায় ধর্ষণের মামলা দায়ের করার হুমকি দেন। স্বভাবতই এই মহিলা সমাজে মেশার মতো নয়। সুতরাং তিনি আইনের সাহায্যে নিয়েছেন আইন আইনের মতো তদন্ত করবে।

হামলার অভিযোগে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে সশস্ত্র হামলা চালানোর অভিযোগে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন কর্মীরা। যার ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার রাতে নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার হরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিপুর এলাকায় এক কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে সশস্ত্র হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। দুষ্কৃতীদের ছোড়া ছররা গুলিতে শিশু সহ গুরুতর জখম ১৫ জন। ঘটনায় অভিযোগের তির শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বর্তমানে অনেকেই চিকিৎসাধীন রয়েছে হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জখম ব্যক্তিদের দেখতে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে যান প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। মূলত দোষীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে অবিলম্বে তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে নাকাশিপাড়ায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা।

যাদবপুর ঘটনার প্রতিবাদে বালুরঘাট কলেজে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে বালুরঘাট কলেজে অবস্থান বিক্ষোভ করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়, যা চলে বিকেল ৩টে পর্যন্ত। এদিন অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি অমরনাথ ঘোষ, সহ সভাপতি রোহন চক্রবর্তী সহ অন্যান্য ছাত্র নেতারা।

যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ে যেভাবে এক পড়ুয়ার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার প্রতিবাদে বালুরঘাটে সরব হয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। এছাড়া বুধবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতিকে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে হেনস্তার মুখে পড়তে হয়। এই সবের প্রতিবাদে এদিন বালুরঘাট কলেজের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বালুরঘাট কলেজের পাশাপাশি গঙ্গারামপুর কলেজেও একই রকম অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। এদিন প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান ছাত্র নেতারা।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাওয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল পানাগড়ে। বুধবার দুপুরে পানাগড়ের ব্যবসায়ী বিকাশ আগরওয়াল এই বিষয়ে কাঁকসা থানার সাইবার বিভাগে লিখিত অভিযোগ জানান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ। পানাগড়ের ব্যবসায়ী বিকাশ আগরওয়ালের অভিযোগ, কয়েক মাস আগে তাঁর একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে একই ভাবেই টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। এবার বুধবার রাতে পানাগড় বাজারের একটি বেসরকারি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে হঠাৎ করে তাঁর টাকা কেটে নেওয়ার মেসেজ আসে মোবাইলে। তৎক্ষণাৎ তিনি ওই অ্যাকাউন্ট থেকে সমস্ত টাকা অন্য ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেন বলে দাবি।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি সংলগ্ন জিয়াগঞ্জ এলাকা থেকে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। তবে বৃদ্ধের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে রাস্তার ধারে ৫৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিষয়টি এনজেপি থানার পুলিশকে জানানো হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এনজেপি থানার পুলিশ মৃতদেহ শনাক্ত করতে শুরু করেছে।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ

১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল-৮(৬) দ্রষ্টব্য] বিক্রয়

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পদের বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ২০.০৯.২০২৩** তারিখে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) শ্রী সইফউদ্দিন আহমেদ খ) নিকারিঘাটা ব্রাঞ্চ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ২ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা - দিঘিরপার, খতিয়ান নং আরএস ৩৭৩, এলআর খতিয়ান নং ৬৭৬ (বর্তমান ৪২০২), সাবেক দাগ নং ১৯৪, হাল দাগ নং ৬৭, জেএল নং ১০৬, তৌজি নং ২৬৯২/২৮৩৪,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯, পরিমাণ ০৭ ডেসিমেল, সৈফুদ্দিন আহমেদের নামে সমুদয় সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আক্রাম নস্করের সম্পত্তি, দক্ষিণে : কংক্রিট রোড, পূর্বে : কাজিমদ্দিন জমাদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সামাদ মোল্লা এবং অশ্বিনী মালটির সম্পত্তি সমন্বিত।	২২,৩৩,৭৫৮.০০ টাকা (বাইশ লাখ তেত্রিশ হাজার সাতশ আটান্ন টাকা) ৩০.০৯.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৫০,৩৭,০০০.০০ টাকা খ) ৫,০৪,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50437936213 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (২০.০৯.২০২৩) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com**।

সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।

ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৮.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra কার্পোরেশন Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর

বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

০৪.০৯.২০২৩ তারিখে অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য পাবলিক নোটিশ

ক্র. নং	শাখার নাম, যোগাযোগের ব্যক্তি ফোন নম্বর এবং ইমেল আইডি	ঋণগ্রহীতার নাম	ভেহিকেলের বিস্তারিত মিনি বাস/মিনি ট্রাক	দায়বদ্ধতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. ইএমডি গ. বিড বৃদ্ধি	অকশনের তারিখ ও সময় / যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ	সুরক্ষিত ক্রেডিটরের অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএস কোড	অকশনের ধরন এবং অকশনের স্থান
১.	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বহরমপুর শাখা ঠিকানা : ২৪, রাধিকা মোহন সেন রোড, বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ , পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল আইডি : bahrampur@unionbankofindia.com	ঋণগ্রহীতা: সুপ্রতিম মজুমদার	মিনি বাস রেজিস্ট্রেশন নং : WB-57D-9609 রেজিস্ট্রেশনের তারিখ : ২৫.১১.২০১৯ মেক মডেল : MAHINDRA EXCELO RTD 5260 WB CHASSIS BS IV বৈধ : ১২.১১.২০২১ পর্যন্ত চেসিস নং : MAIGH2KNHJ3M10306 ইঞ্জিন নং : KNJ4K96121 পর্যবেক্ষণের স্থান : বহরমপুর শাখা	১৮,৭৫,৭৬৫.৩৫ টাকা ১০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং ব্যয়	ক) ৬,০০,০০০ টাকা খ) ৬০,০০০ টাকা গ) ৫,০০০ টাকা	০৪.০৯.২০২৩ সময় : দুপুর ১২.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত কোনও সম্প্রসারণ ব্যতীত ০২.০৯.২০২৩ পর্যন্ত সময় বিকেল ৪টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত	এ/সি নং : ৫৪৮২০১৯৮০০৫০০০০ এ/সি নাম : ইনওয়ার্ড আরটিজিএস আইএফএস কোড : UBIN0554821 শাখা : বহরমপুর শাখা	নিলামের পদ্ধতি : ফিজিক্যাল অকশন নিলামের স্থান : বহরমপুর শাখা যেগাযোগের ব্যক্তি : শাখা প্রধান শ্রী কোয়াইসার আলি হাসমি মো : ৭৮৮০৮৯১৭৫৩ ইমেল : bahrampur@union-bankofindia.com
২.	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া পুরুলিয়া শাখা ঠিকানা : ক্রিং প্লাজা, বি টি সরকার রোড (টাটা রোড) কুকস কম্পাউন্ড মোড়, পো- পুরুলিয়া, জেলা - পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল আইডি - purulia@unionbankofindia.com	ঋণগ্রহীতা : হরিবল কুমার	মিনি ট্রাক রেজিস্ট্রেশন নং- WB55A6563 রেজিস্ট্রেশনের তারিখ - ১৯.১২.২০১৭ মডেল : TATALPT1109 HEX2/42BS-IV বর্ষ : ২০১৭ ইঞ্জিন নং : 497TC41GSY824272 চেসিস নং : MAT508573H7G10910 পর্যবেক্ষণের স্থান : পুরুলিয়া শাখা	৮,২২,৫২৭.০৯ টাকা ১০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ,	ক) ৩,২০,০০০ টাকা খ) ৩২,০০০ টাকা গ) ৫,০০০ টাকা	০৪.০৯.২০২৩ সময় : দুপুর ১২.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত কোনও সম্প্রসারণ ব্যতীত ০২.০৯.২০২৩ পর্যন্ত সময় বিকেল ৪টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত	এ/সি নং : ৬২০০০১৯৮০০৫০০০০ এ/সি নাম : ইনওয়ার্ড আরটিজিএস আইএফএস কোড : UBIN0562009 শাখা : পুরুলিয়া শাখা	নিলামের পদ্ধতি : ফিজিক্যাল অকশন নিলামের স্থান : পুরুলিয়া শাখা যোগাযোগের ব্যক্তি : শাখা প্রধান শ্রী অর্জুন কুমার দাস মো : ৭৯৯১১৩৩২৯৬ ইমেল : purulia@union-bankofindia.com

বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলীর বিবরণ :

- অকশন বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ, স্থান এবং সময়ে সর্বজনীন নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে।
- উপরের অস্থাবর সুরক্ষিত সম্পদগুলি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে যেমন আছে' এবং ' সেখানে যা কিছু আছে' শর্তে বিক্রি করা হবে।
- সুরক্ষিত ক্রেডিটর/ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তৃতীয় পক্ষের দাবির জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
- দরদাতাদের তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তদন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
- ইচ্ছুক দরদাতাকে রিজার্ভ মূল্যের ১০% বায়না অর্থ জমা হিসাবে এনইএফটি/আরটিজিএস আকারে উপরে উল্লিখিত বিশদ বিবরণে বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট-ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, **বহরমপুর শাখার (ক্রম নং ১) এবং পুরুলিয়া শাখা (ক্রম নং ২) পক্ষে জমা দিতে হবে সন্ধ্যা ৬.০০টার মধ্যে ০২.০৯.২০২৩** তারিখ বা এর আগে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদেয় বা একটি লিখিত রসিদ পেতে।
- যার দর গৃহীত হবে তাকে বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে হবে এবং তারপরে যে দরপত্র গৃহীত হয়েছে তার পক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত অর্থ প্রদান না করা হলে বিড পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের রয়েছে।
- ব্যাঙ্কের যে কোনো সময়ে অকশন বাতিল করার অধিকার রয়েছে।
- বিড ফর্ম পূরণ করার সময় দরদাতার সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা তাদের পরিচয় প্রমাণ এবং প্যান কার্ড অবশ্যই দিতে হবে।
- একক দর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, একমাত্র দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
- একবার বিড করলে তা বাতিল বা প্রত্যাহার করা হবে না। এইভাবে ঘোষিত সফল দরদাতাকে ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি/ইন্টারনেট ট্রান্সফার/চেক সাপেক্ষে সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য (ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে , আদায়, বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৩ দিনের মধ্যে বা লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের মধ্যে সাপেক্ষে।
- পেমেন্ট সাপেক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার পরে বিক্রয়কৃত সম্পদটি সফল দরদাতার কাছে সরবরাহ করা হবে যেখানে শর্ত রয়েছে পরিবহনের জন্য আইনি চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, নিবন্ধন চার্জ এবং প্রযোজ্য পণ্য ও পরিষেবা কর সফল দরদাতা দ্বারা বহন করতে হবে।
- যদি দরদাতা/হাইপোথেকেটার ব্যাংক কর্তৃক চূড়ান্ত বিড গৃহীত হওয়ার পূর্বে বাজেয়াপ্তকরণ এবং সর্বজনীন অকশন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয় সহ সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করে, ব্যাঙ্ক অকশন বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
- অসফল দরদাতারা যারা ইএমডি জমা করেছেন তারা বিক্রয় নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে কোনো সুদ ছাড়াই একই অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন।
- পাওয়া তথ্য এবং জ্ঞানের সর্বোত্তমভাবে, সম্পদের উপর কোন দায় নেই। যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের দায়বদ্ধতা, শিরোনাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন তদন্ত করা উচিত।
- সম্পদ অকশনে রাখা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া, তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে যাচাই করতে হবে, পরবর্তীতে পাওয়া ভুল তথ্যের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
- অকশনের বিজ্ঞাপনটি সম্পদ বিক্রি করার জন্য ব্যাংকের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না। ব্যাঙ্ক এর কারণ না দেখিয়ে অকশন বাতিল করার অধিকার আছে
- সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচ্য ব্যাঙ্কের বকেয়া বরাদ্দের জন্য একচেটিয়াভাবে উপলব্ধ থাকবে এবং এটি সমস্ত বকেয়া এবং অন্যান্য বকেয়া যদি থাকে তবে এর দায়-দায়িত্ব ব্যতীত, যার সবকটিই প্রস্তাবিত ক্রেতাকে তার নিজস্ব উৎস থেকে পরিশোধ করতে হবে/নিষ্পত্তি করতে হবে।
- দরদাতাকে নিলামের কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করতে হবে।
- হাইপোথেকার কোনো ত্রুটির জন্য ব্যাংক দায়ী বা দায়বদ্ধ থাকবে না এবং এর কোনো ওয়ারেন্টি নেই।

তারিখ: ১৮.০৮.২০২৩, স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কুকিদের জন্য ৫০০ কোটির তহবিল চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

চিঠি লিখলেন ১০ জন বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট: ধ্বংস ও মৃত্যুর উপত্যকা হয়ে উঠেছে রাজধানী ইম্ফল। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সামাল দিতে নিজেদের জাতি অধ্যুষিত এলাকার জন্য সরকারি উচ্চপদ ও আর্থিক সহায়তা চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন মণিপুরের ১০জন কুকি-জো বিধায়ক। বুধবার একটি স্মারকলিপি জমা দিয়ে তাঁরা দাবি করেন, পাহাড়ি এলাকার পাঁচ রাজ্যে আলাদা করে সরকারি আধিকারিকের পদ তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি ৫০০ কোটি টাকার তহবিল গড়ার আরজিও জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

কুকি-জো সম্প্রদায়ের ১০ বিধায়কের মতে, মণিপুরের হিংসার জেরে রাজধানী ইম্ফল থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে পাহাড়ি এলাকাগুলি। তার মধ্যেই রয়েছে চুড়াচাঁদপুর, কাংপোকপি, চান্দেল, টেংনৌপাল ও ফেরজল- এই পাঁচ রাজ্য। বিধায়কদের মতে, যেহেতু ইম্ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি একেবারে ভেঙে পড়েছে তাই পার্বত্য এলাকার জেলাগুলির জন্য একেবারে আলাদা রকমের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। এই পাঁচ জেলায় মুখ্যসচিব ও ডিজিপি পদমর্যাদার আধিকারিককে নিয়োগ করতে হবে।

এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ৫০০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়ারও দাবি করা হয়েছে ১০ বিধায়কের চিঠিতে। তাঁদের মতে, হিংসার জেরে কুকিদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া ও নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করার জন্যই এই অনুদানের প্রয়োজন বলে দাবি করেছেন দশ বিধায়ক।

প্রসঙ্গত, এই দশ কুকি বিধায়কের মধ্যে সাতজনই বিজেপির। গেরুয়া শিবিরের নেতারাই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন- এই ঘটনায় এন বিরেন সিংয়ের সরকার অস্বস্তিতে পড়তে পারে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

জালিয়াতি রুখতে সিম কার্ড বিক্রিতে একাধিক নির্দেশিকা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৭ অগস্ট: সিম কার্ড বিক্রিতে এবার একাধিক নিয়ম চালু করল কেন্দ্র। এখন থেকে বায়োমেট্রিক যাচাই এবং পুলিশি যাচাই না হলে, আর সিম কার্ড বিক্রি করা যাবে না। বৃহস্পতিবার থেকেই সিম কার্ড বিক্রেতাদের বায়োমেট্রিক এবং পুলিশি যাচাইকরণ বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্র। এছাড়াও একই সময়ে বিপুল পরিমাণে সিম কার্ড সংযোগ দেওয়াও নিষিদ্ধ করা হল। জালিয়াতি রোধ করতেই এই পদক্ষেপগুলি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

তিনি বলেছেন, 'জালিয়াতি রোধ করতে আমরা সিম কার্ড ডিলারদের পুলিশ ভেরিফিকেশন বাধ্যতামূলক করছি। এই নিয়ম না মানলে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। এছাড়া, সিম ব্যবসায়ীদের এবং সিম কিনছেন যাঁরা, তাঁদের কেওয়াইসি করাতে হবে।'

একসঙ্গে অনেকগুলি সিমকার্ড সংযোগ দেওয়া নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, 'সিম বক্স বলে একটা জিনিস আছে। এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কল করা যায়। এখন, প্রতারকরা অন্তত ৫টি সিম নেয়। একটি সিম ব্যবহার করে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং অন্য ব্যাচের আরেকটি সিম ব্যবহার করা শুরু করে। এই ভাবে তারা প্রতারণামূলক ফোন কল করে থাকে। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখার পর, বাল্ক সংযোগ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। সঠিক ব্যবসায়িক সংযোগের জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করা হবে। সেই সকল ব্যবসায়িক সংযোগের জন্য ব্যক্তিগত কেওয়াইসি করাতে হবে। অর্থাৎ, যদি কোনও সংস্থা ৪০০০টি সিম নেয়, তাহলে যে কর্মচারীরা সেই সিমগুলি ব্যবহার করবেন, তাঁদের সকলের কেওয়াইসি করাতে হবে।'

অশ্বিনী বৈষ্ণবের মতে, সিম সংযোগ দেওয়ার সময় যে যে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আইন রয়েছে, তা মানেন না সিম কার্ড ডিলাররা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও রকমে যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সেরে তারা সিম বিক্রি করে। এখন থেকে, আর তা করা চলবে না। ডিলারদের পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং তাদের নাম নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। ফলে, জালিয়াতি করে সিম বিক্রি করলেই জবাবদিহি করতে হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, পুলিশ এবং টেলিকম শিল্পের বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই ছোট্ট সংস্কারের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী।

চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন ব্লক করা এবং সেগুলিকে ট্র্যাক করার লক্ষ্যে, গত মে মাসে 'সঞ্চার সাথী' নামে একটি পোর্টাল চালু করেছিল কেন্দ্র। অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, এই পোর্টাল চালু হওয়ার পর থেকে, ৬৭ হাজার সিম কার্ড ডিলারকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ৫২ লক্ষ জাল মোবাইল সংযোগ নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া ৭ লক্ষ ফোন সংযোগ ব্লক করা হয়েছে। জালিয়াতির অভিযোগে সিম কার্ড ডিলারদের বিরুদ্ধে ৩০০টি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, জালিয়াতির অভিযোগে ব্লক করা হয়েছে ৮ লক্ষ পেমেন্ট ওয়ালেট অ্যাকাউন্ট। হোয়াটসঅ্যাপ সংস্থার পক্ষ থেকে ব্লক করা হয়েছে প্রায় ৬৬,০০০ অ্যাকাউন্ট। এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করে প্রতারণামূলক কাজকর্মের অভিযোগ ছিল।

পাকিস্তানে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনায় উদ্বিগ্ন ওয়াশিংটন

অবিলম্বে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি

ওয়াশিংটন, ১৭ অগস্ট: পাকিস্তানে খ্রিস্টানদের উপর হামলার ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবার কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সরকারে বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র বেদান্ত পটেল জানান, পঞ্জাব প্রদেশে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনায় ওয়াশিংটন উদ্বিগ্ন।

তিনি বলেন, অবিলম্বে পাকিস্তান সরকারকে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করতে হবে। 'ধর্ম অবমাননা'র অভিযোগ তুলে পাকিস্তানে স্বাধীন মতপ্রকাশের কণ্ঠরোধ করা হয় বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, কোরানের অবমাননা করার অভিযোগে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে জারনওয়ালা শহরে খ্রিস্টানদের একের পর এক গির্জায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চারটি গির্জায় হামলা হয়েছে বলে খবর। বাড়িঘর জ্বলছে, খ্রিস্টান মহল্লার বাড়িগুলিতে অবাধে চলছে লুটপাট। বুধবার বিকেল থেকে তাণ্ডব চলছে পাকিস্তানে পাঞ্জাব প্রদেশের শিল্পশহর ফয়সলাবাদ-সহ বেশ কিছু এলাকায়। স্থানীয় পুলিশ বলছে, কমপক্ষে চারটি গির্জায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, খ্রিস্টান মহল্লায় গির্জা সংলগ্ন বাড়িঘরেও হামলা চলছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে ধারাবাহিকভাবে ধর্মীয় হিংসার ঘটনা ঘটে। প্রতিবছর প্রচুর খ্রিস্টান ও হিন্দু মেয়েদের অপহরণের পরে জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। তারপর মুসলিম সম্প্রদায়ের পুরুষদের সঙ্গে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, এই বিষয়ে সবকিছু জানা সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেয় না ইমরানের প্রশাসন। পাকিস্তানের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতারাও আড়াল থেকে উসকানি দিয়ে অমুসলিম নাগরিকদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। গত সপ্তাহেই চার জন হিন্দু ও তিনজন খ্রিস্টান মেয়েদের জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানো হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে তরুণীকে দিয়ে জুতোপেটা যুবককে

লখনউ, ১৭ অগস্ট: তরুণীকে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল এক যুবকের বিরুদ্ধে। গ্রামের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে পঞ্চায়েতের নির্দেশে সেই তরুণীকে দিয়েই জুতোপেটা করিয়ে শাস্তি দেওয়া হল অভিযুক্তকে। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের হাপুরের। সম্প্রতি সেই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে।

ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, গ্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক যুবক। কয়েক হাত দূরে রয়েছে ছোট ছোট ছেলেরা। এক তরুণী এগিয়ে এলেন। কেউ তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন যুবককে জুতো দিয়ে মারার জন্য। সেই নির্দেশ পেয়ে তরুণী জুতো খুললেন। তার পর সেই জুতো দিয়ে একের পর এক ওই যুবকের গালে মারতে শুরু করলেন। যুবক কয়েক ঘা সহ্য করলেন, কখনও হাত দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করলেন। তার পর তরুণী সরে যেতেই এক ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তিনি যুবকের কাছে গিয়ে শাসিয়ে কিছু একটা বললেন। তার পর তাঁর জামা টেনে খুলে দিলেন। তার পর আবার শাসাতে দেখা গেল তাঁকে।

এই ঘটনা যখন ঘটছিল, গ্রামের বহু মানুষ সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। হাজির ছিল কচিকাঁচারাও। তাদের সামনেই পঞ্চায়েতের নির্দেশে জুতোপেটা করে শাস্তি দেওয়া হল যুবককে। শুধু তাই-ই নয়, হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতেও বাধ্য করা হল তাঁকে। এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

NIT No. SFDC/MD/NIT-16(e)/2023-24 & SFDC/MD/NIT-17(e)/2023-24

SFDC Ltd. invites e-tender for the works **'Supplying, Delivery, Installation of Grid Connected Roof Top Solar Photovoltaic Power Plant of cumulative array capacity of 315 KWP & 265 KWP within the Premises of Deshapran Fishing Harbour & Shankarpur Fishing Harbour, Dist.-Purba Medinipur respectively'**. Last date of (online) bid submission on **08/09/2023 upto 2.00 p.m.** and date of opening technical bid on **12/09/2023 at 2.00 p.m.**
For details please visit our website - **www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in**

রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া থেকে বাদ বসুন্ধরা রাজে

জয়পুর, ১৭ অগস্ট: দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া থেকে কার্যত ছেঁটে ফেললেন বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। বিধানসভা ভোট পরিচালনা এবং নির্বাচনী ইস্তাহার প্রস্তুতের জন্য দু'টি পৃথক কমিটি গড়া হয়েছে বিজেপির তরফে। কোনও কমিটিতেই ঠাঁই পাননি বসুন্ধরা। ২১ সদস্যের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ নারায়ণ পঞ্চারিয়াকে।

অন্যদিকে, ২৫ সদস্যের নির্বাচনী ইস্তাহার (বিজেপির ভাষায় 'প্রদেশ সঙ্কল্পপত্র') কমিটির দায়িত্ব পেয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়াল। রাজ্য বিজেপির সভাপতি চন্দ্রপ্রকাশ জোশী এবং রাজস্থানের বিজেপি নেতা তথা দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি অরুণ সিং জয়পুরে দলের তরফে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেছেন।

অরুণ বলেন, 'বসুন্ধরা আমাদের দলের প্রথম সারির নেত্রী। অবশ্যই তাঁকে প্রচারের সামনের সারিতে দেখা যাবে।' তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মরুরাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিজেপির 'মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী' হিসাবে কাকে দেখা যাবে, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি সাংবাদিক বৈঠকে। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরাকে মুখ করেই বিধানসভা ভোটে যেতে চায় তাঁর শিবির, কিন্তু তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর নেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সামনে রেখে ভোটে লড়তে চান।

চলতি বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলঙ্গানা, মিজোরামের সঙ্গেই রাজস্থানে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। সে রাজ্যে মুখোমুখি লড়াই শাসক দল কংগ্রেস এবং বিরোধী বিজেপির মধ্যে। বসুন্ধরার ঠাঁই না হলেও, রাজ্য বিজেপিতে তাঁর বিরোধী হিসাবে পরিচিত কিরোরিলাল মীনা, ঘনশ্যাম তিওয়ারিরা রয়েছেন কমিটিতে। বিজেপির একটি সূত্র জানাচ্ছে, চলতি মাসে বিধানসভা ভোটের প্রচার কমিটি গড়তে পারেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেখানে স্থান হতে পারে বসুন্ধরার।

প্রবল বৃষ্টিতে মণিপুরের রাস্তায় ধস

ইম্ফল, ১৭ অগস্ট: প্রবল বৃষ্টিতে ধস নামল মণিপুরের নানি জেলায়। এর ফলে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে অসমের শিলচর পর্যন্ত বিস্তৃত জাতীয় সড়ক। ওই সড়কে দাঁড়িয়ে পড়েছে প্রায় ৫০০টি পণ্যবাহী ট্রাক। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ধসের স্তূপ সরিয়ে দ্রুত রাস্তা পরিষ্কার করার চেষ্টা চলছে। অন্যথায় রাজ্যের গ্রাম এবং শহরাঞ্চলে জরুরি জিনিসের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে।

গত কয়েক দিন ধরেই একটানা বৃষ্টি চলছে মণিপুরে। বুধবার দুপুরের পর থেকেই ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ইরাং এবং আওয়ানখুলের মধ্যে ধস নামতে শুরু করে। গত বছর জুন মাসে মণিপুরের এই জেলাতেই ধসের কারণে একটি নির্মীয়মাণ রেল প্রকল্পের একাংশ ভেঙেচুরে যায়।

এমনিতেই, গত তিন মাস ধরে জাতিগত হিংসায় দীর্ণ মণিপুর। তার উপর টানা বর্ষণ এবং ধসের জেরে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে গেলে যেমন খাদ্যদ্রব্যের সঙ্কট দেখা দিতে পারে, তেমনই হিংসা উপদ্রুত অঞ্চলে সেনা পাঠাতেও সমস্যা তৈরি হতে পারে।

প্রসঙ্গত, গত ৩ মে জনজাতি ছাত্র সংগঠন 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর' (এটিএসইউএম)-এর কর্মসূচি ঘিরে মণিপুরে অশান্তির সূত্রপাত। মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেইদের তপসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলি তার বিরোধিতায় পথে নামে। আর সেই ঘটনা থেকেই সংঘাতের সূচনা হয় সেখানে। মণিপুরের আদি বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কুকি, জো-সহ কয়েকটি তপসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের (যাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান) সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত প্রায় দু'শো জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়ার সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।

জেলের মধ্যেই জেরার মুখে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান

ইসলামাবাদ, ১৭ অগস্ট: জেলের মধ্যেই জেরার মুখে পড়লেন তোষাখানা মামলায় গ্রেপ্তার প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পাকিস্তান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংকেতলিপি প্রকাশ্যে আনার অভিযোগে জেলের মধ্যেই জেরা করা হয় ইমরানকে। মঙ্গলবার অটক জেলেই এফআইএর-এর বিশেষ দল জেরা করে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে।

গত বছর মার্চ মাসে একটি সংকেতলিপি প্রকাশ করে ইমরান দাবি করেন, আমেরিকার মদতে তাঁর সরকার ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে আন্তর্জাতিক মহলে। দিন কয়েক আগে এক মার্কিন সংবাদপত্রে সেই সংকেতলিপিই বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়। সেই ঘটনার ভিত্তিতেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই মামলায় আগেও জেরা করা হয়েছে ইমরানকে। তবে জেলের মধ্যে জেরা এই প্রথমবার।

জানা গিয়েছে, ইমরানের বিরুদ্ধে সংকেতলিপির অপব্যবহারের অভিযোগে প্রায় তদন্ত গুটিয়ে ফেলেছিল এফআইএ। কিন্তু দিনকয়েক আগে ইমরানের বিরুদ্ধে এই সংকেতলিপি বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয় আমেরিকার একটি সংবাদপত্রে। তারপরেই ফের নতুন করে তদন্ত শুরু হয়। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর হেপাজতে থাকা গোপনীয় সংকেত কিভাবে মিডিয়ার হাতে এল, এই নিয়েই ফের শুরু হয় তদন্ত। সেই কারণেই মঙ্গলবার জেলে গিয়ে ইমরানকে জেরা করে তদন্তকারী দল। তবে কতক্ষণ ধরে জেরা করা হয়েছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে কী কী প্রশ্ন করা হয়েছে সেই নিয়ে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি।

তবে সূত্রের খবর, মিডিয়ার হাতে সংকেতলিপি কীভাবে গেল সেই নিয়েই প্রশ্ন করার পরিকল্পনা ছিল তদন্তকারীদের। এছাড়াও, সংকেতলিপির বক্তব্য আদৌ কতখানি সত্যি, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে গোয়েন্দাদের মধ্যে। যদিও ইমরান আগে দাবি করেছিলেন, সংকেতলিপিতে কি লেখা রয়েছে সেই তথ্য প্রকাশ করেননি তিনি। কোন দেশ থেকে কে সংকেতলিপি পাঠিয়েছে, তাও জানাননি বলে দাবি করেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER NOTICE
LABPUR DEVELOPMENT BLOCK
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 02/BDO/2023-24 & 03/BDO/2023-24
E-Tenders are invited for 6 nos work. Bid sybmission start- **16-08-2023, Ends- 01-09-2023 & 17-08-2023, Ends- 01-09-2023**
For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Block Development Officer
Labpur Development Block

e-Tenders are invited by the Chairman, Garulia Municipality for the following work under 15th Finance Commission under Garulia Municipality. **Name of Work:** Extension of Construction of Ramp for idol immersion as well as protection of Babughat in Ward No.19 under Garulia Municipality (Under 15th Finance Commission). Estimated Cost: **Rs.14,45,961-00.** e-Tender No.: **WBMAD/ULB/GARULIA/NIT-07/2023-24 dated14-08-2023.** Tender ID No.: **2023_MAD_555856_1.** Start Date of Bid Submission: **14-08-2023 6-30 p.m.** Bid Submission end Date: **04-09-2023 5-30 p.m.** Details information will be available in **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Sri Ramen Das,
Chairman,
Garulia Municipality

NOTICE INVITING e-TENDER
Ref. NIeT No: 329/Community Latrine/2023-24, Date: 07.08.2023
e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for development works. For Scheme details, other Terms and Conditions please visit **www.wbtenders.gov.in**
Documents Download Date: From **08.08.2023** to **21.08.2023** up to **02:00 PM.** Bid Submission Date: **08.08.2023** to **21.08.2023** up to **02:30 PM.** Date of Technical Bid Opening: **24.08.2023** at **02:00 PM.**
Sd/-, Executive Officer
Chinsurah-Mogra Panchayet Samity

NOTICE INVITING e-TENDER
Ref. NIeT No: 330/BEUP/2023-24, Date: 09.08.2023
e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for development works. For Scheme details, other Terms and Conditions please visit **www.wbtenders.gov.in**
Documents Download Date: From **10.08.2023** to **18.08.2023** up to **03:00 PM.** Bid Submission Date: **10.08.2023** to **18.08.2023** up to **04:30 PM.** Date of Technical Bid Opening: **21.08.2023** at **05:00 PM.**
Sd/-, Executive Officer
Chinsurah-Mogra Panchayet Samity

NOTICE INVITING e-TENDER
Ref. NIeT No: 331/BEUP/2023-24, Date: 09.08.2023
e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for development works. For Scheme details, other Terms and Conditions please visit **www.wbtenders.gov.in**
Documents Download Date: From **10.08.2023** to **18.08.2023** up to **03:00 PM.** Bid Submission Date: **10.08.2023** to **18.08.2023** up to **04:30 PM.** Date of Technical Bid Opening: **21.08.2023** at **05:00 PM.**
Sd/-, Executive Officer
Chinsurah-Mogra Panchayet Samity

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting Quotation
Quotation Notice No. Q-142/PW/Eng/2023 dated 14.08.2023
Memo No. 729/PW/Eng/2023 dated 14.08.2023
Name of the work : For requirement of a New Vehicle (Bolero or Similar) with A.C. on hire basis "AQM CELL" under A.M.C. Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No.19/23-24/FCXV/T Dated 17.08.2023.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Development work under Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: **02.09.2023 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders. gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ইন্টিগ্রেটেড সেফটি টেস্টের কাজ সম্পাদন করতে গ্রিন লাইনে ১৯.০৮.২০২৩ এবং ২৬.০৮.২০২৩ তারিখে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে
১৯.০৮.২০২৩ (শনিবার) এবং **২৬.০৮.২০২৩ (শনিবার)** তারিখে বর্তমান রেভিনিউ সেকশন অর্থাৎ **শিয়ালদহ থেকে সল্ট লেক সেক্টর-৫** তৎসহ প্রোজেক্ট সেকশন অর্থাৎ **এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান** পর্যন্ত, সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার-এর প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেশন টেস্টের দরুন, **ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোতে ১৯.০৮.২০২৩ এবং ২৬.০৮.২০২৩ তারিখে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে।**
প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

OFFICE OF THE
KANDI PANCHAYAT SAMITY
P.O.-Kandi, Dist.-Murshidabad, West Bengal, PIN-742137
NieT No. 03/KPS/BEUP/2023-2024 (2nd Call)
eTender is hereby invited from bonafide firms/contractor/companies/ Engineering co-ope for 42 nos. 9 Mtr. High Mast system works under Kandi Panchayat Samity and Berhampore Panchayat Samity area and Tender Cost **Rs.42.00** lakh of the Executive Officer, Kandi Panchayat Samity for the project of BEUP
Start date of downloading of documents: **16/08/2023 from 18.00 hours.**
Last date of downloading of documents:- **23/08/2023 upto 14.00 hours**
All others details will be available in the website http://wbtenders.gov.in & https://murshidabad.gov.in
Sd/- Executive Officer
Kandi Panchayat Samity
Kandi, Murshidabad

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat ,South 24 pgs

NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.
1.	04/SBM/SPGP/2022-23	CONSTRUCTION OF SOAK-PIT WITH SILT CHAMBER AT MEHERPUR	Rs.3,20,150.00
2.	05/SBM/SPGP/2022-23	CONSTRUCTION OF SOAK-PIT WITH SILT CHAMBER AT PURNACHANDRA-PUR	Rs.3,20,150.00
3.	06/SBM/SPGP/2022-23	CONSTRUCTION OF SOAK-PIT WITH SILT CHAMBER AT SRINARAYANPUR	Rs.3,20,150.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	18/8/2023 at 10:00 AM
2	Tender doc. Sales end & bid submission end date & time	29/08/2023 at 12:10 PM
3	Earnest money depositing end date & time	29/08/2023 at 12:10 PM
4	Bid opening date & time	31/08/2023 at 12:30 PM

Sd/-, Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৩/৩৫, তারিখ ১৬.০৮.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দঃপূঃরেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** জমা করতে হবে ও **দুপুর ৩.৩০টায় খোলা** হবে। **ক্রঃ নং এবং টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান; বায়নামূল্য ঃ (১) ই-কেজিপি-এইচকিউ-২৫-২০২৩;** ডিইএন(এইচকিউ)/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে নানাবিধ পি.ওয়ে কাজ সম্পাদন (১) পাঁশকুড়া–হলদিয়াতে (আপ) সিটিআর(পি) ১.২৬৫ টিকেএম; (২) পাঁশকুড়া–হলদিয়াতে (ডাউন এবং এসএল) সিটিআর(পি) ১.৩৩৭ টিকেএম; (৩) পাঁশকুড়া–হলদিয়াতে (আপ) সিটিআর(পি) ১.০৩২ টিকেএম; (৪) পাঁশকুড়া–তমলুকে টিআরআর(পি) ১.৮০ টিকেএম; (৫) পাঁশকুড়া–হলদিয়াতে ১৪ সেট ৬০ কেজি ১ ইন ১২ টার্নআউটের জন্য পিএসসি স্লিপার সেটের রিনিউয়াল; (৬) পাঁশকুড়া–হলদিয়াতে কিমি ১২৪.১৪৪-১২৪.৩৮৮ এবং ১২৪.৭৪০-১২৮.৬১৯ ডাউন লাইনে টিবিআর ৪.১২৩ টিকেএম; (৭) পাঁশকুড়া–হলদিয়াতে ১২৩.৮২৪-১২৪.১৪৪, ১২৩.৫৬০-১২৩.৮২৪, ১২৩.১১১-১২৩.৪১৭ এবং ১১৮.৬০৮-১২৩.০৪৮ ডাউন লাইনে টিবিআর ৫.৩৩০ টিকেএম; এবং (৮) পাঁশকুড়া–হলদিয়া শাখায় টিটিআর (টিডব্লুএস+সিএমএসসি)-০৬ সেট, টিটিআর(ডিএস)-০১ সেট এবং টিআরআর(টিএসআর)-৬ সেট; ২,৯৯,৯৬,২১৫.৫০ টাকা; ৩,০০,০০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-সাউথ-২০-২০২৩;** ডিইএন/সাউথ/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে বালেশ্বর–হলদিপাড়া শাখায় ব্রিজ নং ২৬৩ ডাউনে গ্যাবিয়ন ও বোল্ডার লাইনিং দ্বারা ব্যাঙ্ক-এর সুরক্ষা এবং স্পার নির্মাণ (২য় কল); ৪,৪৬,৩১,৬১৭.৩৮ টাকা; ৩,৭৩,২০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপি-সাউথ-২১-২০২৩;** এডিইএন(বালেশ্বর)/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে টিআরআর, টিএফআর, টিটিআর, এসইজে রিনিউয়াল ইত্যাদি সহ নানাবিধ পি.ওয়ে রিনিউয়াল কাজ (৩য় কল); ১,১১,৮২,৭৩০.৯২ টাকা; ২,০৫,৯০০ টাকা। **(৪) ই-কেজিপি-সাউথ-২২-২০২৩;** সিনিয়র ডিইএন (সাউথ)/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে খড়গপুর–ভদ্রক শাখায় টিটিআর(টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি)-৪৪ সেট, টিটিআর(টিডব্লুএস)-১৬ সেট এবং টিটিআর(এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি)-৬ সেট (মোট-৬৬ সেট) কাজ সম্পাদন; ১,৬৯,৭৮,৭৬৭.৯৫ টাকা; ২,৩৪,৯০০ টাকা। **(৫) ই-কেজিপি-সাউথ-২৩-২০২৩;** এডিইএন (বালেশ্বর)-এর অধীনে খড়গপুর–ভদ্রক শাখায় ২৬.১৭০ টিকেএম ট্র্যাক এবং ৬০ সেট টার্নআউটের থ্রু ব্যালাস্ট রিনিউয়ালের কাজ সম্পাদন; ২,০৭,৭০, ৫৫২.৩৮ টাকা; ২,৫৩,৯০০ টাকা। **(৬) ই-কেজিপি-ইস্ট-২৪-২০২৩;** খড়গপুর ডিভিশন ঃ সিনিয়র ডিইএন/ইস্ট/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রে টিআরআর(পি) ৪৫.৯৩৭; ৪,২৭,৭০,৯০০.০০ টাকা; ৩,৬৩,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ক্রঃ নং ১-৪ ও ৬-এর জন্য ১২ (বারো) মাস এবং ক্রঃ নং ৫-এর জন্য ১৮ (আঠারো) মাস। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিটির জন্য ৩১.০৮.২০২৩। **বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** প্রতিটির জন্য ১৭.০৮.২০২৩ থেকে ৩১.০৮.২০২৩-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের পুরো বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** অন্যান্য টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-516)**

বুমরা ফিরছে তো ভয় কিসের
পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তানের ব্যাটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় দলে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন যশপ্রীত বুমরা। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ দিয়েই শুরু হবে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পালা। সব ঠিক থাকলে এশিয়া কাপেও তাঁর খেলা কার্যত নিশ্চিত। সেই সঙ্গে ফিরবেন মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজের মতো বোলারও। এই পেসত্রয়ীর আক্রমণ কী ভাবে সামলাবে পাকিস্তান? অনেকেই এই প্রশ্ন তুলেছেন। তার জবাব দিয়েছেন সে দেশের ক্রিকেটার আবদুল্লাহ শফিক। বুমরার প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ উড়িয়ে তাঁর জবাব, নিজের দেশের বোলারদের বিরুদ্ধে খেলে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা। তাই বুমরা, শামিদের খেলতে মোটেই অসুবিধা হবে না।

এশিয়া কাপ শুরুর আগে ভারত ম্যাচ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল শফিককে। বুমরার প্রত্যাবর্তনে পাকিস্তানের কাজ আরও কঠিন হয়ে গেল কি না সেই প্রশ্নের জবাবে শফিক বলেছেন, আমরা নেটে অনুশীলনের সময় হ্যারিস, নাসিম, শাহিনের মতো বোলারের বিরুদ্ধে খেলি। আমাদের বোলিং আক্রমণ খুবই ভাল। আমি তো বলব বিশ্বের সেরা। হ্যারিস, নাসিমেরা প্রতি মুহূর্তে নেটে আমাদের চ্যালেঞ্জ করে। ওদের বিরুদ্ধে খেলা মোটেই সোজা নয়।

শফিকের সংযোজন, দেশের সেরা বোলারদের বিরুদ্ধে নেটে প্রস্তুতি নিলে বাকিদের বিরুদ্ধে খেলাটাও সহজ হয়ে যায়। আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে যায়। যদি দেশের বোলারদের বিরুদ্ধে ভাল খেলতে পারি, তা হলে বিপক্ষের বোলারদের বিরুদ্ধে ভাল পারফর্ম করতে পারব।

২ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। দুই দলই সুপার ফোরে উঠলে আবার খেলতে পারে। বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ম্যাচ ১৪ অক্টোবর।

এশিয়া কাপে অনিশ্চিত কেকেআর অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দিনের বিশ্বকাপে কি শ্রেয়স আয়ার খেলতে পারবেন? এই প্রশ্ন আবার বড় হয়ে দেখা দিল। কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক এখনও ১০০ শতাংশ ফিট নন। এশিয়া কাপেও সম্ভবত খেলতে পারবেন না তিনি।

বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন শ্রেয়স। সেখানে তাঁর রিহ্যাব চলছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিক্যাল টিমের সদস্যেরা শ্রেয়সের দিকে খেয়াল রাখছেন। তাঁদের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৮ বছরের মিডল অর্ডার ব্যাটার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলার জন্য এখনও তৈরি নন। তাঁর ফিটনেস সমস্যা রয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারাও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। তাই তাঁকে বাদ দিয়েই গড়া হতে পারে এশিয়া কাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল।

ভারতীয় দলের ব্যাটিং অর্ডারের চার নম্বর জায়গায় ক্রমশ নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন শ্রেয়স। রাহুল দ্রাবিড়, রোহিত শর্মাদের পরিকল্পনার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর খেলা ৩৮টি এক দিনের ম্যাচের ২০টিতেই চার নম্বরে ব্যাট করেছেন শ্রেয়স। পিঠের চোটের জন্য গত মার্চ থেকে ক্রিকেট থেকে দূরে রয়েছেন। কেকেআরের হয়ে আইপিএলও খেলতে পারেননি। অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে অনুশীলন শুরু করলেও ১০০ শতাংশ ফিটনেস এখনও ফিরে পাননি শ্রেয়স।

আগামী রবিবার এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করতে পারেন অজিত আগরকরেরা। শ্রেয়স ছাড়াও লোকেশ রাহুলের রিপোর্টের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছেন। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির রিপোর্টের উপর নির্ভর করবে এশিয়া কাপের দলে এই দুই ব্যাটারের থাকা। সূত্রের খবর, আইপিএলে চোট পাওয়া রাহুল ১০০ শতাংশ ফিটনেস ফিরে পেলেও শ্রেয়সের সমস্যা রয়েছে।

এনসিএর এক কর্তা বলেছেন, ‘‘রাহুল খেলার মতো ফিট হয়ে গিয়েছে। কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু শ্রেয়স ১০০ শতাংশ ফিট হতে পারেনি এখনও। দু’জনেই নিয়মিত অনুশীলন করছে। অনুশীলন ম্যাচ খেলতে রাহুলের সমস্যা না হলেও শ্রেয়সের কিছুটা হচ্ছে। একটি প্রস্তুতি ম্যাচে ওদের দেখা হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে ফেরা অন্য ক্রিকেটারদেরও ফিটনেস দেখা হবে।’’ সূত্রের খবর, শ্রেয়সকে না পাওয়া গেলে তিলক বর্মাকে রাখা হতে পারে এশিয়া কাপের দলে।

ন’বছর জেল হতে পারে বিশ্বকাপ খেলা ব্রাজিলের ফুটবলারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপে খেলেছেন তিনি। গোলও রয়েছে। কাকা, রোনাল্ডিনহোর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলা সেই রোবিনহো এ বার জেলবন্দি হতে পারেন। ধর্ষণের মামলায় রোবিনহোকে কারাগারে পাঠাতে চায় ইটালি সরকার। এই আদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে রোবিনহোকে ১৫ দিন সময় দিয়েছে ব্রাজিলের একটি আদালত। ২০১৭ সালে ইটালি সরকার একটি গণধর্ষণ মামলায় রোবিনহোকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। ২০১৩ সালে ইটালির ঘরোয়া লিগের দল এসি মিলানের হয়ে খেলার সময় ঘটনাটি ঘটেছিল। রোবিনহো সেই শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু ইটালির সর্বোচ্চ আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। তার পরেই ইটালির সরকার রোবিনহোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। রোবিনহো এই মুহূর্তে রয়েছেন সাও পাওলোর স্যান্টোসে। ব্রাজিলে বন্দি প্রত্যর্পণের নিয়ম নেই। অর্থাৎ ইটালিতে গিয়ে রোবিনহোকে সাজা ভোগ করতে হবে না।

বিশ্বকাপের আগে ১১ জন ক্রিকেটারকে শো-কজ করল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিদেশের ক্রিকেট লিগে নিজেদের ক্রিকেটারদের খেলতে দেওয়ার ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নীতি অনুসরণ করতে পারে পাকিস্তান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মতো পাক বোর্ডও হয়তো ভবিষ্যতে তাদের ক্রিকেটারদের বিদেশের লিগে খেলার অনুমতি না-ও দিতে পারে। কারণ, আমেরিকার মাইনর লিগে খেলতে যাওয়া ১১ জন ক্রিকেটারকে তারা ইতিমধ্যেই শো-কজ করেছে।

পাকিস্তানের টেস্ট ক্রিকেটার ফাওয়াদ আলম আমেরিকায় খেলতে গিয়ে সে দেশেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অবসর নিয়ে নেন পাকিস্তানের ক্রিকেট থেকে। এর পরেই নড়েচড়ে বসেছে পাক বোর্ড। এখন সোহাব মাকসুদ, আরশাদ ইকবাল, হুসেইন তালাত, আলি শাফিক, ইমাদ বাট, উসমান শানওয়ারি, উমেইদ আসিফ, জিশান আশরাফ, সৈয়ফ বদর, মুখতার আহমেদ এবং নওমান আনোয়ার আমেরিকায় খেলছেন। এঁরা সকলেই পাকিস্তানের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন। কিন্তু কেউই আমেরিকায় খেলতে যাওয়ার আগে পাকিস্তান বোর্ডের ছাড়পত্র নেননি।

আলম যদিও বোর্ডকে জানিয়েই গিয়েছিলেন। তিনি ঘুরতে যাওয়ার ভিসা নিয়ে আমেরিকা গিয়েছিলেন। কিছু ক্রিকেটার ঘুরতে যাওয়ার ভিসা নিয়ে আমেরিকা গিয়ে মাইনর লিগে খেলছেন। আলমের শ্বশুর মনসুর আখতার। তিনিও পাকিস্তানের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। এখন আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়ে সেখানেই আছেন মনসুর। পাকিস্তানের অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারের আমেরিকার নাগরিকত্ব রয়েছে। সেই তালিকায় রামিজ রাজার মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারও রয়েছেন।

আমেরিকার মাইনর লিগে খেলতে হলে বিদেশি ক্রিকেটারদের নিজেদের দেশের বোর্ড থেকে অবসর নিতে হবে। তা না হলে অতিথি ক্রিকেটার হিসাবে খেলা যায়। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের আশঙ্কা, অনেক ক্রিকেটারই এই পথ নিতে পারে। আমেরিকার মাইনর লিগে খেলতে গিয়ে সে দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে থেকে যেতে পারে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি টালমাটাল। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছে। এমন অবস্থায় অনেকেই দেশ ছাড়তে চাইছেন। যদিও পাক ক্রিকেট বোর্ড এর মধ্যেই বাবর আজমদের বার্ষিক আয় বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমেরিকায় দ্রাবিড়ের সঙ্গে দু’ঘণ্টার বৈঠক জয় শাহের
বিশ্বকাপের আগে স্পষ্ট বার্তা বোর্ড সচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই দু’টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় খেলতে নামবে ভারত। প্রথমে এশিয়া কাপ। তার পরে বিশ্বকাপ। কিন্তু ভারতের সাম্প্রতিক ফলাফল মোটেই আশা জাগাচ্ছে না সমর্থকদের মনে। এই প্রেক্ষিতেই কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে আমেরিকায় বৈঠক করলেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। বৈঠকের বিষয়বস্তু প্রকাশ্যে না এলেও একাধিক সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে। জানা গিয়েছে, দলের পারফরম্যান্সে মোটেই সন্তুষ্ট নন জয় শাহ। বিশ্বকাপ গোটা দল, বিশেষত দ্রাবিড়ের কাছে অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের বিরুদ্ধে আমেরিকার ফ্লোরিডায় শেষ দু’টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে ভারত। এই বৈঠক হয়েছে তার আগেই। ব্যক্তিগত সফরে সে দেশে যান জয় শাহ। তাঁর হোটেলেই বৈঠক হয়েছে। ভারতীয় দল অন্য হোটেলে ছিল। ফলে দ্রাবিড়কেই গাড়ি করে জয় শাহের হোটেলে গিয়ে বৈঠক করতে হয়েছে। প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে বৈঠক হয়েছে। পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে জয় শাহকে হাজির থাকতেও দেখা গিয়েছে।

বোর্ডের অন্দরে বলা হচ্ছে এটি সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ। তবে এতটাও সরল বিষয়টি নয়। দু’টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার আগে দ্রাবিড়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিকল্পনা জানিয়ে দিয়েছেন জয় শাহ। শোনা যাচ্ছে, ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফে আর কাউকে যোগ করা যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি জয় শাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দেশের মাটিতে ভারতকে যে কোনও মূল্যে বিশ্বকাপ জিততেই হবে।

সাম্প্রতিক কালে ভারতের খেলা মোটেই মন জয় করতে পারছে না। প্রাক্তনেরাও এ নিয়ে সরব। কিছু দিন আগে পার্থিব পটেল জানিয়েছিলেন, টি-টোয়েন্টির জন্যে আলাদা কোচ রাখা হলে ভারতেরই লাভ হবে। বেঙ্কটেশ প্রসাদ আরও চাঁছাছোলা। তিনি প্রাক্তন সতীর্থ দ্রাবিড়কে সমালোচনা করতে রেয়াত করেননি। স্পষ্ট জানিয়েছেন, দ্রাবিড়ের ভারতের খেলায় না আছে সেই খিদে, না আছে লড়াকু মানসিকতা। খুব সাধারণ পারফরম্যান্স দেখা যাচ্ছে মাঠে। দলের মধ্যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস রয়েছে কারও কারও।

এ দিকে, এশিয়া কাপের দল কবে নির্বাচন করা হবে, তা নিয়ে এখনও কোনও খবর নেই। শোনা যাচ্ছে, ১৮ অগস্ট আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের পর তা করা হতে পারে। দ্রাবিড়রা ভারতে ফিরে এসেছেন। তাই আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই দল নির্বাচন হয়ে যেতে পারে।

ফুটবলে ‘অ্যাশেজ’ জয় ইংল্যান্ডের, মেয়েদের বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে হেরে বিদায় অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেটের মাঠে লড়াইটা ২-২ ব্যবধানে শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফুটবল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ড্র হওয়ার জো ছিল না। সমানে সমানে লড়াই হলেও শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি ইংল্যান্ডের মেয়েদের মুখেই। মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপে বুধবার অস্ট্রেলিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিল ইংল্যান্ড। প্রথম বার ফাইনালে পৌঁছে গেল তারা।

ছেলেদের ক্রিকেটে এই দুই দলের লড়াইকে অ্যাশেজ বলা হয়। মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে এর আগে কখনও অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড খেলেনি। সেমিফাইনালে তাই দুই দলের কাছেই জয়ের তাগিদটা কয়েক বেড়ে গিয়েছিল। বুধবারের ম্যাচে যদিও শুরু থেকেই দাপট দেখান ইংল্যান্ডের মেয়েরা। ‘মাটিলদা’দের (অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের ফুটবল দলকে এই নামে ডাকা হয়।) বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। খেলার শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার পরেই ইংল্যান্ড খেলার রাশ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। ৩৬ মিনিটে গোল করে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন দলের ১০ নম্বর এলা টুনে। বাঁদিক থেকে বলটি টুনের কাছে পাঠান লরেন হেম্প। গোলের ১০ গজের মধ্যে থাকা টুনে দেরি করেননি। বলটি ধরেই দ্বিতীয় পোস্টে জোরালো শট নেন। গোলরক্ষকের পক্ষে সেই বল আটকানো সম্ভব হয়নি। এক গোলে পিছিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয়ার্ধে গোল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। অধিনায়ক স্যাম কের নিজের কাঁধে সেই দায়িত্ব তুলে নেন। তিনি খেলবেন কি না তা ম্যাচের আগে পরিষ্কার করে বলেননি অস্ট্রেলিয়ার কোচ টনি গুস্তাভসন।

সৌদির ক্লাবে গিয়ে রোনাল্ডোর প্রশংসা নেমারের, ‘পাগল বললেও ও-ই ঠিক’

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো-সহ ফুটবলবিশ্বের একাধিক তারকার পথ অনুসরণ করে নেমারও পাড়ি দিয়েছেন সৌদি আরবে। সে দেশের ক্লাব আল হিলালে সই করেছেন তিনি। সই করার পরেই রোনাল্ডোকে যাবতীয় কৃতিত্ব দিয়েছেন নেমার। স্পষ্ট জানিয়েছেন, সৌদিতে প্রথম বার যাওয়ার সময় অনেকেই রোনাল্ডোকে পাগল বলেছিলেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কতটা সঠিক ছিল তা আজ বোঝা যাচ্ছে।

আল হিলালে যোগ দিয়ে নেমার ১৩৭ মিলিয়ন পাউন্ড বা ১৪৫৩ কোটি টাকা উপার্জন করবেন বছরে। চুক্তি সই করার পরে ব্রাজিলের ফুটবলার জানিয়েছেন, সৌদিতে ফুটবল বিপ্লব শুরু করার নেপথ্য কারিগর রোনাল্ডোই। বলেছেন, তআমার মনে হয় সৌদিতে এত ফুটবলার আসছে রোনাল্ডোর জন্যেই। ও এখানে সই করার সময় লোকে ওকে ‘পাগল’ বলেছিল। আরও কত কী কথা শুনতে হয়েছে ওকে। কিন্তু আজ বোঝা যাচ্ছে এই লিগ কোন উচ্চতায় চলে গিয়েছে। আরও অনেক কিছু দেখার বাকি রয়েছে।

সৌদি আরবে রোনাল্ডো, করিম বেঞ্জেমা ছাড়াও আরও তারকা ফুটবলারদের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে মুখিয়ে রয়েছেন নেমার। বলেছেন, তআমি উত্তেজিত। বাকি দলগুলোর সেরা ফুটবলারদের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে মুখিয়ে রয়েছি। এতে আরও ভাল খেলার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। রোনাল্ডো, বেঞ্জেমা, (রবার্তো) ফিরমিনো থাকায় আরও উত্তেজক লাগবে খেলতে। নতুন ক্লাব এবং সতীর্থদের সঙ্গে নিয়ে কেরিয়ারের একটা নতুন অধ্যায় শুরু করতে চাই। আরও বেশি ট্রফি জিতে ক্লাবের ইচ্ছেপূরণ করতে চাই।দ

পিএসজি-তে ছ’বছর থাকলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতাতে পারেননি নেমার। ১৭৩টি ম্যাচে ১১৮টি গোল করেছেন তিনি। পাঁচ বার ঘরোয়া লিগ জিতেছে। তিনটি ফ্রেঞ্চ কাপও রয়েছে। কিন্তু বার বার চোট পাওয়ায় পিএসজি-তে সময়টা খুব ভাল কাটেনি।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দিনের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে নিজেদের ক্রিকেটারদের জন্য বিশেষ প্রস্তুতির সুযোগ করে দিল বাংলাদেশ। বিশ্বকাপের আগে নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে তারা। বিশ্বকাপের পর আবার বাংলাদেশ সফরে যাবে নিউ জ়িল্যান্ড। তখন হবে দু’টেস্টের সিরিজ।

বাংলাদেশ-নিউ জ়িল্যান্ড সিরিজ়ের সূচি ঘোষণা করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। শাকিব আল হাসানের দল বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে তিনটি ম্যাচ খেলবে সেপ্টেম্বর মাসে। ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পৌঁছবে নিউ জ়িল্যান্ড। ২১, ২৩ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর তিনটি দিনরাতের এক দিনের ম্যাচে মুখোমুখি হবে দু’দল। ম্যাচগুলি হবে মিরপুরের শের-ই বাংলা স্টেডিয়ামে। এই সিরিজ়ের পর বাংলাদেশ এবং নিউ জ়িল্যান্ড ভারতে আসবে এক দিনের বিশ্বকাপে অংশ নিতে। উল্লেখ্য, ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হবে আগামী বিশ্বকাপ। শাকিবদের প্রথম খেলা ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। অন্য দিকে, নিউ জ়িল্যান্ড প্রথম দিনই মুখোমুখি হবে গত বারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের।

এক দিনের বিশ্বকাপের পর ২১ নভেম্বর আবার বাংলাদেশ সফরে যাবেন কেন উইলিয়ামসনেরা। দুই টেস্টের সিরিজ়ে মুখোমুখি হবে দু’দেশ। ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। তার আগে ২৩ ও ২৪ নভেম্বর দু’দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে নিউ জ়িল্যান্ড। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ৬ ডিসেম্বর থেকে। তবে টেস্ট ম্যাচগুলি মাঠ এখনও জানায়নি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

সূত্রের খবর প্রথম টেস্ট হতে পারে সিলেটে। ২০১৮ সালের পর সিলেটে কোনও টেস্ট ম্যাচ হয়নি। ২০২৩-২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধেই প্রথম সিরিজ খেলবেন শাকিবেরা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**